জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাম থেকে তৃণমূলে

বসিরহাটের মিনাখায় ব্লক সভাপতি সইফুদ্দিন গাজি-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে সেখানে সিপিএম সদস্য আবুল হোসেনের নেতৃত্বে শতাধিক সিপিএম কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন

পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে ফের বাধাপ্রাপ্ত শীত। বাড়ল তাপমাত্রা। সোমবার ১৬ ডিগ্রিতে উঠল পারদ। আগামী কয়েকদিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে

১০ দিন বন্ধ ভিস্তাডোম এক্সপ্রেস রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পর্যটকদের

দিল্লি দূষণে ৬০ বিমান বিলম্বিত মেসির অনুষ্ঠানও শুরু দেরিতে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০১ ● ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 201 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 16 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

গান্ধীকে বাদ দিতে নাম বদল মনরেগার

প্রতিবেদন : মনরেগা থেকে বাংলার অস্তিত্ব মুছে দিতে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া মহাত্মা নামে কোপ দিয়েছিল বাংলা-বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার। তৃণমূল-সহ বিরোধীদের প্রবল প্রতিরোধের পর এবার মহাত্মা গান্ধীজির নাম পুরোপুরি মুছে ফেলার সমস্ত পরিকল্পনা সেরে ফেলল জনবিরোধী কেন্দ্র। মনরেগাকে পুরোপুরি ইতিহাসে পাঠিয়ে দিল মোদি সরকার। নতুন বিলে 'মহাত্মা গান্ধী' তো নয়ই, 'পূজ্য বাপু' নামও রাখা হচ্ছে না। পরিবর্তে সুকৌশলে 'রাম' নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে। পাশাপাশি এই নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল আর্থিক বোঝা চাপানোরও ফন্দি এঁটেছে কেন্দ্র। এই দুই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল।

রাজনৈতিক সৌজন্য বা শিষ্টাচার মোদি সরকারের ধর্ম নয়। চিরকাল বিরোধী শিবির এবং বিরোধী রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই সিদ্ধহস্ত কেন্দ্র। সোমবার সকালে প্রকাশিত সংসদীয় বুলেটিনে জানা যায়, দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষজনকে রোজগার প্রদান করার জন্য মোদি সরকার নতুন যে বিল আনছে তার নাম রাখা হচ্ছে বিকশিত ভারত— গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ), সংক্ষেপে 'জি রাম জি'।

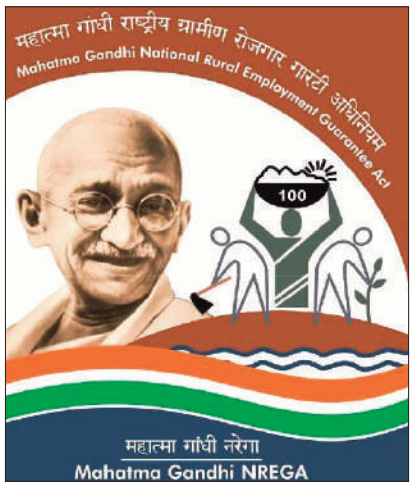

ভি বি-জি রাম জি নামে আসছে বিল

সরকারের এই প্রবঞ্চনা শেষ হয়নি নাম পরিবর্তনে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম সরিয়ে দিয়ে সুকৌশলে (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভণ্ড

রাজনৈতিক চাতুর্যের ব্যাঘ্র বিপুলে
ঐশ্বর্যের ক্ষমতা সঙ্কুলে
রাজাসনে অভিষেক বীরভদ্রর
জনতার অর্থে অর্থকল্প
বাজনা থেকে সাজনা,
প্রিয়মবদা থেকে রাজমা—
চলেছে বৃহৎ চেয়ারের মেলা।

বিপুলায়তনে বাক্যবিস্তর
কথাকল্পে ভুরি ঝুড়ি ঝুড়ি
কিম্ভূতকিমাকার গোশালার কাদা
দুর্গন্ধের দূরভিষণের দস্তানা
ভাষণ গল্পের রেস্তোরাঁ।
রাশিফল ভারী,
একমুখ দাড়ি
ভণ্ড তপস্বীর
বীর দলবীর!

আজ রাজ্যে খসড়া তালিকা

প্রতিবেদন : আজ রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। আজকের খবর, প্রায় এক কোটি ৯০ লক্ষ ভোটারের কাছে নোটিশ পাঠানো হতে পারে। এর মধ্যে আনম্যাপড ৩০ লক্ষ। এই সংখ্যক মানুষকে শোনানোর জন্য ডেকে নথি যাচাই করা হবে। তবে এই ঘটনায় শোরগোল করতে চলেছে। কারণ এসআইআর পর্বটি বিজেপি এবং কমিশনের যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল। বাংলার মানুষকে হেনস্থা করাই মূল উদ্দেশ্য। আসলে কৌশলে নাম বাদ দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাংলা দখলের ছক।

বলা হচ্ছে, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদেরকে ডাকা হবে। এই সংখ্যাটা প্রায় ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। যাঁদের বয়স ৪৫ বছরের বেশি, এইরকম প্রায় ২১ লক্ষ ভোটারকে নোটিশ পাঠানো হবে। এছাড়াও আরও কয়েকটি ক্রাইটেরিয়া কমিশন রেখেছে যার ভিত্তিতে নোটিশ পাঠাবে তারা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশাল সংখ্যক মানুষকে ডেকে পাঠিয়ে নতুন যাচাই করে তারপর সত্যি সত্যি তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে! কারণ ইতিমধ্যেই তাঁরা বেশ কয়েকবার ভোট দিয়েছেন। ২০০২ সালের (এরপর ৬ পাতায়)

একই দিনে দুই আত্মহত্যা

এসআইআর আতঙ্ক

জালালউদ্দিন শেখ। সুবর্ণা গুঁই।

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল চলছেই। সোমবার আতঙ্কে আত্মহত্যা করলেন দু'জন। বহরমপুর থানার সাহাজাদপুর গ্রামে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন এক বৃদ্ধ। নাম জালালউদ্দিন শেখ (৭৫)। খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় আত্মহত্যা করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সুবর্ণা গুঁই সাহা (৩৭)। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন এলাকার ডিভিসি কলোনিতে। এখন পর্যন্ত এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হল ৪৬ জনের। বহরমপুরে নিজের নামের পদবির ভুল থাকার কারণে আতঙ্কে ভুগছিলেন (এরপর ৬ পাতায়)

গঙ্গাসাগরে এবার পরিচয়পত্র ও রিস্ট ব্যান্ড, দায়িত্বে সাত মন্ত্রী

প্রতিবেদন : এবার কুম্ভ নেই। তাই গঙ্গাসাগর মেলায় এবার রেকর্ড ভিড় হতে পারে বলে আশঙ্কা। তাই সম্ভাব্য জনপ্লাবন নিয়ন্ত্রণে এবার পরিচয়পত্র ছাড়াও পুণ্যার্থীদের হাতে রিস্ট ব্যান্ড দেওয়া হবে। সোমবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, মেলা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোনও ভিআইপি কালচার চলবে না। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেটাই প্রশাসনের প্রথম লক্ষ্য।

মেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একাধিক মন্ত্রীকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মেলা চলাকালীন গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দায়িত্ব সামলাবেন বেচারাম মান্না, পুলক রায়, সুজিত বসু, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং মানস ভুঁইয়া। কলকাতা থেকে মেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী এই দায়িত্ব বণ্টন করেন বলে জানা গিয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

অ্যালেন পার্কে অনুষ্ঠান ও ইজতেমা

■ ১৮ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন থেকেই আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অ্যালেন পার্কে চলবে বড়দিন উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব ইজতেমা সমাবেশ নিয়ে বৈঠক করেন। সমাবেশ হবে হুগলির পুইনানে। প্রায় ১৫ লক্ষের সমাবেশ। সেই কারণে প্রস্তুতি ও প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেন। (বিস্তারিত ভিতরে)

নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি কেন যুবভারতীতে

গ্রেফতার আরও পাঁচ

প্রতিবেদন : কলকাতায় মেসিকে কেন্দ্র করে উন্মত্ত নাচানাচি। তাঁর কাছে গিয়ে ছবি তোলার জন্য ছিল গণ হিস্টিরিয়া। মেসিকে ঘিরে কিছু লোক আর নানা ধরনের সিকিউরিটি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, কলকাতায় মেসির দু'পাশে মৌমাছির মতো ভিড় থাকলেও, হায়দরাবাদ কিংবা মুম্বইয়ে তাঁদের দেখা মেলেনি। দেখা যায়নি সেই তথাকথিত সিকিউরিটিদেরও। এঁরা কোথায় গেলেন? কলকাতায় থাকলেও মুম্বই কিংবা হায়দরাবাদে কেন নেই? কোনও বিশেষ কারণ কি? কলকাতায় তাঁদের এভাবে থাকতে কে বা কারা নির্দেশ দিয়েছিল? এর যথাযথ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষও। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 December, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

এদিন জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। ঢাকায় রমনার মাঠে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বস্তুত, পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে এবং ভারতও পূর্ব সীমান্তে প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে সহায়তা করার সুযোগ পায়। বলা যেতে পারে, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ৩ ডিসেম্বর। ওই যুদ্ধঘোষণার ১৩ দিনের মাথায় বিজয়। আসলে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চ থেকেই। ২৫ মার্চ পাক সেনারা ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে ধরে তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার এক ফাঁকে শেখ সাহেব একটা চিরকুটে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লিখে বাইরে পাচার করে দিতে পেরেছিলেন। পরদিন ভোরে, ২৬ মার্চ, পাক সেনাবাহিনীর যে তরুণ বাঙালি সেনাপতি তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সেই জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের লেখা ওই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন: 'অন বিহাফ অব আওয়ার বিলাভেড লিডার শেখ মুজিবুর রহমান, আই জেনারেল জিয়া ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ...' শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। ওই দিনটি, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। আর, ভারতীয় সেনা, মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনীর কাছে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনটি, ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকেই ছুটেছিলেন গঙ্গা পেরিয়ে বারাকপুর যাওয়ার জন্য। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বারাকপুরের সেনাছাউনির জওয়ানদের ভূমিকা বিরাট। কলকাতা থেকে শুরু করে শ্রীরামপুর পর্যন্ত অনেক জায়গার মানুষজনই সেদিন লঞ্চে বারাকপুর যান সেনাদের কুর্নিশ জানাতে, 'জয় জওয়ান' ধ্বনি তুলতে তুলতে। বলা হয়ে থাকে, ওই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। এপ্রিল-মে মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরায় শরণার্থীরা ঢুকতে শুরু করেন, মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে ভারতে এক কোটির বেশি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলেন, এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। সেসময় পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা কীরকম অত্যুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা টের পাওয়া যায় কবি মৃদুল দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণায়। তিনি লিখছেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ ক'মাস পরের কথা। একজনের বাড়ি যাব বলে রানাঘাট স্টেশনে নেমেছি। ভিড়ে ভিড়। বাংলাদেশ থেকে আসা একটি বিশেষ ট্রেন ঘিরে কয়েক হাজার মানুষ। তারা ওই ট্রেনে পাথর ছুঁড়ছে, জানলা ভাঙছে, থুতু ছেটাচ্ছে। ট্রেনের কামরাগুলিতে ছেঁড়া উর্দি, মলিন খাকি গেঞ্জিতে ভীত, কাতর, যুদ্ধবন্দি পাক সেনারা। ভারতের অভ্যন্তরে তাদের কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ জনতাকে থামানোর চেষ্টা করছে ওই ট্রেনের পাহারারত ভারতীয় সেনারা।"

১৮৮২ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীতের সুর যোজনা করেন। ২৫ বছর বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'আমার সকল গানের কাণ্ডারী' আখ্যায় সম্মানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে তিনি অসামান্য অভিনয়-দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। বেশির ভাগ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি তিনিই রচনা করেন।

১৯১৭ আর্থার সি ক্লার্ক (১৯১৭-২০০৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কল্পবিজ্ঞান কাহিনির স্বনামখ্যাত লেখক। 'আ স্পেস অডিসি' ছবির অন্যতর চিত্রনাট্যকার।

১৯৭৫ অনাথনাথ বসু (১৮৯৬-১৯৭৫) এদিন সুরলোকে গমন করেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। দরাজ আর ভরাট পুরুষালি গলা মুহূর্তে বদলে নিয়ে মিষ্টি রিনরিনে মেয়েলি গলায় খানদানি বাইজির ঢঙে ঠুংরি গাইতে পারতেন।

১৯৭৫ জেন অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস'-এর জন্য সাহিত্য পাঠকদের মাঝে তিনি আজও অমর হয়ে রয়েছেন। এ ছাড়াও 'সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি', 'ম্যানসফিল্ড পার্ক' এবং 'এমা' তাঁরই লেখা। আরও দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, 'নর্থেঙ্গার অ্যাবেই' এবং 'পারসুয়েশন', দুটোই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। আর একটি উপন্যাস তিনি শুরু করেছিলেন 'স্যান্ডিটন' শিরোনামে। কিন্তু এটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

১৯৬৫ উইলিয়াম সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫) এদিন প্রয়াত হন। গল্পকার, উপন্যাসের রূপকার, সব মিলিয়ে তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের মপাসাঁ বলা যায়। মজাদার এবং জটিল চরিত্রচিত্রণে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কর্মসূচি

■ আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের কুলিয়ানা-৪ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক হল। মঙ্গলবার রাণ্টুয়া দলীয় কার্যালয়ে। বৈঠকে থেকে কর্মীদের দিকনির্দেশ দেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল। ছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, তারাশঙ্কর কুইলা প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮৬

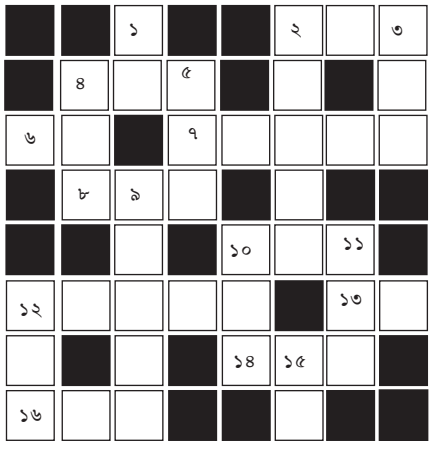

পাশাপাশি : ২. শিরোপা ৪. উঁচু ভূমি ৬. ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য ৭. ঘনিষ্ঠ, আপন ৮. জেলার প্রধান নগর ১০. রাজসভার পাত্রমিত্র ১২. চিত্তচাঞ্চল্য ১৩. শূন্যে বিচরণ করা ১৪. কন্যা, মেয়ে ১৬. উপভোগ্যতা।

উপর-নিচ : ১. শক্ত, কচকচে ২. ধানবিশেষ ৩. চিত্রকর, রঞ্জনশিল্পী ৪. পরমানন্দ ৫. অপমান, লাঞ্ছনা ৯. নির্দয় ঈশ্বর ১০. ভাঁজ, স্তর ১১. আচ্ছাদন করা ১২. দেবালয়, দেবগৃহ ১৫. কোমল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮৫ : পাশাপাশি : ১. দুটোচারটে ৪. পিছপা ৫. বিপ্রকার ৬. মায়াদয়া ৮. শ্ববৃত্তি ৯. রসুইঘর। **উপর-নিচ:** ১. দুপাত্তর ২. চাকুরে ৩. টেক্কাদেওয়া ৫. বিদ্যুদবার ৬. মাহেশ্বর ৭. ভালাই।

১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৩৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৯৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৯৩৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.৭১	৮৯.৪২
ইউরো	১০৮.১৯	১০৫.০৮
পাউন্ড	১২২.১৭	১১৯.৭৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অজয় দেবগন, সঙ্গে মেসি

■ ডোনা গাঙ্গুলি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

16 December 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

কল্যাণী-বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ফুড ডেলিভারি বয়কে পিষে দিল চারচাকা। মৃতের নাম সৌমেন রায়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্তে নেমেছে কল্যাণী থানা

বৃহস্পতিবার বড়দিনের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

৪ জানুয়ারি পর্যন্ত উৎসব ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ১৮ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবের সূচনা করবেন পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে। ওই দিন থেকেই আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অ্যালেন পার্কে চলবে বড়দিন উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে এ-বছর শিল্প সম্মেলনের কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে বড়দিনের উৎসবের সূচিতে কিছুটা বদল আনা হয়েছে।

প্রতি বছর সাধারণত ২০ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এ-বছর ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কর্মসূচি থাকায় বড়দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা এগিয়ে আনা হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বসছে এমএসএমই সংক্রান্ত বৈঠক। পরদিন, ১৮ ডিসেম্বর আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত হবে বিজনেস কনক্লেভ। ওই কনক্লেভে যোগ দিতে শহরে আসছেন দেশি ও বিদেশি শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী এবং বণিক মহলের প্রতিনিধিরা। সেই কর্মসূচি শেষ করেই মুখ্যমন্ত্রী পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে বড়দিনের উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। শিল্প সম্মেলন এবং বড়দিনের উৎসব— এই দুই কর্মসূচি একসঙ্গে থাকায় এবার শহরের সাজসজ্জা ও প্রস্তুতির দিকেও বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শিল্প সম্মেলনের কথা মাথায় রেখে বড়দিনের আলোকসজ্জায় বিশেষ নজর দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। পার্ক স্ট্রিটের পাশাপাশি ভবানীপুর এলাকাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র হওয়ার পাশাপাশি এই এলাকাতেই রয়েছে আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ, যেখানে অনুষ্ঠিত হবে শিল্প সম্মেলন। সেই কারণেই ভবানীপুর ও সংলগ্ন এলাকাকেও আলোর সাজে মুড়ে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, বড়দিনের আলোকসজ্জার জন্য এ-বছর কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিল্প সম্মেলনের জন্য শহরে আসা দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে যাতে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক বার্তা না যায়, সে-বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। শিল্প সম্মেলন ও বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে তাই এবার ডিসেম্বরে শহর জুড়ে প্রস্তুতির ছবিটা আরও সুস্পষ্ট।

প্রস্তুতি বৈঠক থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতার পাঠ মুখ্যমন্ত্রীর

৩২ বছর পর বিশ্ব ইজতেমা হুগলিতে

প্রতিবেদন : ইজতেমার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সোমবার নবান্ন সভাঘরে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে ছিলেন বিভিন্ন ইমাম, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি এবং অরূপ বিশ্বাস। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, এত বড় ধর্মীয় সমাবেশে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। আগত ধর্মপ্রাণ মানুষের থাকা, খাওয়া-দাওয়া, যাতায়াত এবং নিরাপত্তা—সব দিকই খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন তিনি। পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েনের কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে বলেও বৈঠকে মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ইজতেমা আয়োজনের উপর জোর দিয়ে তিনি হুগলি জেলা প্রশাসনকে সমস্তরকমের সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে ইজতেমাকে ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক যুবভারতীর ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসনকে সতর্ক থাকার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী, যদিও সরাসরি সেই ঘটনার প্রসঙ্গ তোলেননি।

আগামী ২ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চারদিন ধরে এই ইজতেমা চলবে হুগলির দাদপুর থানার অন্তর্গত পুইনান এলাকায়। শেষ দিন, ৫ জানুয়ারি আখরি মোনাজাতের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটবে। এই ইজতেমায় দেশ-বিদেশ মিলিয়ে প্রায় ১৮ থেকে ২০ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে। আগামী দিনে ইজতেমার নিরাপত্তা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি পরিষেবা নিয়ে আরও একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক হবে। এত বড় ধর্মীয় সমাবেশ যাতে শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাগরিক পরিষেবায় নতুন মোবাইল অ্যাপ

বিধাননগর কমিশনারেট

প্রতিবেদন : মানুষের স্বার্থে পরিষেবা আরও সহজ ও দ্রুত করতে নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। এই অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। সেইসঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাও পাবেন তাঁরা। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থাকলে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমবে এবং পরিষেবাও অনেক তাড়াতাড়ি মিলবে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গুগল প্লে স্টোরে এবং আইফোনে অ্যাপ স্টোরে গিয়ে নতুন এই অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। এই অ্যাপের লক্ষ্য হল দ্রুত প্রক্রিয়া এবং পরিষেবার স্বচ্ছতা বাড়ানো। শুধু তাই নয়, এই প্রযুক্তির সাহায্যে নাগরিক ও পুলিশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে।

আর থানায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কোনও সমস্যা থাকলে নতুন এই অ্যাপের সাহায্যেই অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই স্ট্যাটাসও অ্যাপের মাধ্যমেই জানা যাবে। নাগরিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে এসওএস বা প্যানিক বাটনের সুবিধা থাকছে। মহিলা ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই অ্যাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। অ্যাপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানার ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের তথ্য দেওয়া থাকছে। হারানো মোবাইল ফোন বা গুরুত্বপূর্ণ নথি সংক্রান্ত অভিযোগও এই অ্যাপের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা যাবে। এছাড়া থাকবে ট্রাফিক সংক্রান্ত সবরকম তথ্য, নিয়মাবলী ও জরুরি হেল্পলাইন নম্বর।

তৃণমূল কাউন্সিলর খুনে দোষী সাব্যস্ত ৩ অভিযুক্ত

বারাকপুর আদালত থেকে ফের ধৃত বাপি

■ পুলিশ হেফাজতে দোষী সাব্যস্তরা।

প্রতিবেদন : পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনের মামলায় তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। সোমবার বারাকপুর আদালত সঞ্জীব ওরফে বাপি পণ্ডিত, অমিত পণ্ডিত এবং জিয়ারুল মণ্ডলকে দোষী ঘোষণা করে। ২০২২ সালের ১৩ মার্চ আগরপাড়া স্টেশন রোডে স্কুটারে ওঠার সময়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে অনুপমকে গুলি করে এক দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের। সেই রাতেই অমিত নামে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। কিছুদিন পরে গ্রেফতার হয় বাপি এবং জিয়ারুল। যদিও বাপি পরে জামিনে ছাড়া পায়। এদিন বিচারকের নির্দেশের পর আদালত থেকে ফের গ্রেফতার করা হয় তাকে।

কাউন্সিলর খুনের তদন্ত চলাকালীন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট জানতে পারে খুনের সুপারি দিয়েছিল বাপি। সূত্রের খবর, আগামী ১৭ ডিসেম্বর তিন জনের শাস্তি ঘোষণা করা হবে। এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন অনুপমের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত। তিনি জানান, এই বিচারে তিনি খুশি এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হবে বলে আশাবাদী তিনি।

গ্রেফতার আরও ৫

প্রতিবেদন : মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত আগেই গ্রেফতার হয়েছেন। যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার দায়ে এবার আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা হলেন শুভ্রপ্রতিম দে, সৌরভ বসু, বাসুদেব দাস, সঞ্জয় দাস, অভিজিৎ দাস। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দমদম নাগের বাজার থেকে শুভ্রপ্রতিম ও সৌরভকে গ্রেফতার করে বিধাননগর দক্ষিণ থানা। বাকি তিনজনকে পরে অন্য জায়গা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবারই এঁদের হাজির করা হয় আদালতে। উল্লেখ্য, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ভাঙচুরকারীদের চিহ্নিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। হলে গ্রেফতারির সংখ্যা আরও বাড়বে। এই ভাঙচুরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। টাকার অঙ্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন কোটি। এই টাকা কে দেবে? রাজ্য সরকার নাকি আয়োজক সংস্থা— তা নিয়ে চর্চা চলছে।

বাংলায় উন্নয়ন ও পরিষেবাই কথা বলে বলছেন ভিন রাজ্য থেকে আসা বাসিন্দারা

প্রতিবেদন : বাংলা নিয়ে কুৎসা করা এখন কেন্দ্র ও বিজেপির নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে। নিজেদের পেটোয়া মিডিয়ায় অবিরত বাংলার বদনাম করাই বিজেপির কাজ। বাংলা নাকি জ্বলছে! এখানে নাকি শুধু খুন-জখম-ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতেই একের পর এক ঘটনার ঘনঘটা। আর বাংলায় কী ঘটছে, বাংলায় কেমন আছেন, তা খুল্লামখুল্লা জানালেন ভিনরাজ্যের বাসিন্দারাই। মোক্ষম জবাব দিলেন কেন্দ্র ও বিজেপিকে। সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। সাধু-সন্তরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন বাবুঘাটে। আসছেন ধর্মপ্রাণ ভিনরাজ্যের মানুষেরাও। তাঁদের মুখের কথা গুগল করুন। লিখুন, সেফেস্ট সিটি অফ ইন্ডিয়া। তাহলেই দেখবেন কলকাতা ইজ সিট সিটি অফ ইন্ডিয়া। এখানে মহিলারা নিরাপদে রাতবিরেতে বাড়ি ফেরেন। মব-লিঞ্চিং হয় না এখানে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয় না। হিন্দু-মুসলিমের রাজনীতি, মন্দির-মসজিদের রাজনীতি এখানে হয় না। এখানে উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়, জিডিপির কথা হয়। বাংলায় নফরতের রাজনীতি হয় না, মহব্বত বিরাজ করছে এখানে। বাংলাকে নিয়ে কুৎসা করছে, তিন ধরনের পেড মিডিয়া। এক গদি মিডিয়া, দুই গিদ মিডিয়া, তিন গোলিজ মিডিয়া। সাধু-সন্তদের সাফ কথা, এখানে কেউ তাঁদের কোনওরকম বিরক্ত করে না। তাঁরা এখানে শান্তিতে থাকেন। সবাই তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা দেয়।

সম্পাদকীয়

16 December, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জায়গির

স্বৈরাচারের আর এক নাম কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যা কিছু পুরনো, যা কিছু ঐতিহ্য, যা কিছু ইতিহাস তা মুছে দিয়ে নিজেদের পছন্দ দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া শুরু করেছে বিজেপি। ১০০ দিনের কাজের নাম হচ্ছে মনরেগা। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট। এই খাতে বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনা এখন দেশবাসী জানেন। কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক পয়সাও দেয়নি বিগত তিন বছর ধরে। এখন সেই প্রকল্পের নাম বদল করতে বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র। মহাত্মা নাম কার দেওয়া? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক। তাঁর নামে কোনও প্রকল্প দেশের গর্বের, ঐতিহ্যের। প্রথমে কেন্দ্র বলেছিল মহাত্মা নাম সরিয়ে দেওয়া হবে। তীব্র জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বলা হয়েছিল পূজ্য বাপু নাম হবে। কিন্তু আসলে গান্ধী নামেই বিজেপির অ্যালার্জি। তাই সেই নামও বাদ দিয়ে সুকৌশলে রাখা হচ্ছে এমন একটা নাম যার সঙ্গে রাম নাম যুক্ত রয়েছে। এ কোন ধরনের সংস্কৃতি? এ কোন ধরনের সভ্যতা? আসলে বাংলাকে ভয় বিজেপির। মনরেগার সঙ্গে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ জুড়ে থাকায় প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রকাশ্যে কেন্দ্রের। সেই সঙ্গে ঘোষণা— ১০০ দিনের কাজে ১০০ শতাংশ অর্থ এখন থেকে আর দেবে না কেন্দ্র। ৬০ শতাংশ কেন্দ্রের, ৪০ শতাংশ রাজ্যের। অর্থাৎ রাজ্যের ঘাড়ে আরও বিপুল আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ফন্দি। এই স্বৈরাচার বেশিদিন চলতে পারে না। ভারতবর্ষ বিজেপির জায়গির নয়।

e-mail থেকে চিঠি

জীবন্ত হয়েও যাঁরা আজ মৃতের তালিকায়

আজ প্রকাশিত হচ্ছে রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা। এই তালিকায় নাকি বহু মৃতের নাম নেই। সেই মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন বেশ কিছু মানুষ যাঁরা দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছেন, অথচ নির্বাচন কমিশনের খাতায় তাঁরা মৃত। যে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে এনুমারেশন ফর্ম বণ্টন হয়েছে, সেই তালিকায় তাঁদের নাম নেই। স্বভাবতই 'মৃত' ভোটাররা ফর্ম পাননি। নির্বাচন কমিশনের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ওই ভোটাররা, অন্যদিকে তেমনই ভোটাধিকার হারানোর ভয় তাড়া করছে তাঁদের। বেহালা পশ্চিম বিধানসভার ৬৯ ও ১০১ নম্বর পার্টের মোট ২০ জন জীবিত ভোটারকে 'মৃত' বলে দাবি করছে নির্বাচন কমিশন। ২০২৫-এর জানুয়ারি মাসের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকলেও চূড়ান্ত তালিকা থেকে তাঁদের নাম গায়েব! কীভাবে এমনটা ঘটল? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। সংশ্লিষ্ট বিএলও এর কোনও জবাব দিতে পারেননি। স্থানীয় ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তারক সিং নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছেন। ইআরও-কে দেওয়া সেই চিঠিতে ওই ভোটারদের নাম, ঠিকানা, ভোটার কার্ডের প্রতিলিপি, পুরনো ভোটার তালিকায় থাকা তাঁদের নাম সহ যাবতীয় নথি যুক্ত করা হয়েছে। ২০, এ জে কে পাল রোডের বাসিন্দা শুকদেবরূপ রায়। নিউ আলিপুর থানা এলাকায় ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপুর অঞ্চলের বাসিন্দা তিনি। বেহালা পশ্চিম বিধানসভার ৬৯ নম্বর পার্টে রয়েছে এলাকাটি। শুকদেববাবুর মা প্রয়াত হয়েছেন আগেই। এসআইআর পর্বে বাড়িতে বিএলও আসতেই তাঁর মাথায় হাত! কারণ, বিএলও যে ভোটার তালিকা দেখে ফর্ম বিলি করছিলেন, তাতে শুকদেববাবুর নাম নেই। তাহলে কি তিনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন! আতঙ্কের মধ্যে আছেন। একই পরিস্থিতি বেহালার ১৪, রায় বাহাদুর রোডের বাসিন্দা মামনি দাসের। তিনি বেহালা পশ্চিম বিধানসভার ১০১ নম্বর পার্টের ভোটার। বাড়ির সবার ফর্ম এসেছে। তাঁরটাই আসেনি। তিনি নাকি মারা গিয়েছেন! নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি ছাড়া একে আর কী বলা যায়! তিনিও খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন। ইআরও-কে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এরকম গুরুতর একটি বিষয় নির্বাচন কমিশন ক্যাজুয়ালভাবে নিতে পারে না। বেঁচে থাকা লোককে মৃত বলে দিচ্ছে! এতটা গাফিলতি কীভাবে হতে পারে? ওরা কী পদক্ষেপ করে দেখা যাক। না হলে আইনের পথ তো খোলা আছেই।

— **তপনকুমার নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গীতা পাঠের মাঠে খাদ্যাখাদ্য যাচাই

আমিষ খাবে আর! সাহস এত কার? পালং পনির হইবে দেশের জাতীয় খাবার। লিখছেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

আমজনতার পেটে লাথি মেরে ধর্মীয় উদযাপনের ঔদ্ধত্য কয়েকদিন আগে এক রবিবার চাক্ষুষ করল গোটা বাংলা। সৌজন্যে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ আয়োজিত 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'। ধর্মের নামাবলি গায়ে চড়িয়ে অধর্মের আস্ফালনের এক ন্যক্কারজনক নজির সম্প্রীতির রাজধানী কলকাতায় স্থাপন করল বিজেপির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আরএসএস। ধর্ম আমাদের সহিষ্ণুতার পাঠ দেয়। আত্মাকে প্রদান করে নমনীয়তা। কপালে তিলক কেটে তুলসীর মালা গলায় পরে ঘাস, পাতা খেলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লেখা 'শিক্ষাষ্টকম্'-এর তৃতীয় শ্লোক অনুযায়ী—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

অর্থাৎ যিনি তৃণ অপেক্ষা নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর মতো সহিষ্ণু, মান শূন্য এবং অন্য সবাইকে সম্মান প্রদান করেন, তিনি-ই কেবল সর্বক্ষণ হরিকীর্তনের অধিকারী। অথচ গীতাপাঠের ব্রিগেডে ক্ষমতা ও দম্ভের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে লাঞ্ছিত হতে হল এক গরিব ফেরিওয়ালাকে। তাপ্পি মারা টিনের বাক্সে মেলার মাঠে ঘুরে ঘুরে প্যাটিস বিক্রি করে পরিবারের জন্য স্বপ্ন কেনেন আরামবাগের সেই ভদ্রলোক। ভগ্নপ্রায় ঘরে লণ্ঠনের আলোয় অপেক্ষারত ক্ষুধার্ত দুই জোড়া চোখ আর জীবন রণাঙ্গনের নিষ্ঠুর লড়াইয়ের চাপে খবর রাখা হয় না ধর্মের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রাজনীতির গেরুয়া রোজনামচার। পেটের দায়ে অজান্তেই তাকে রবিবারও হাজির হতে হয়েছিল বিপদের কেন্দ্রস্থলে। এ যেন দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের ইঁদুর ধরার কল আর সেই কলে আচমকা ধরা পড়ল বছর পঞ্চাশের শেখ রিয়াজুল। দু'মুঠো শুকনো ভাত আর এক চিমটে লবণ জোগাড়ের নেশার দুনিয়ায় এক হয়ে যায় ব্রিগেড কিংবা খেলার মাঠ। সে দুনিয়ায় বিরাজ করে কেবল ঘাম ঝরিয়ে সৎপথে উপার্জিত অর্থে একপেট ভাতঘুম। থাকে না ধর্মীয় সংকীর্ণতার সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা গরল পানের সুপ্ত বাসনা। যেখানে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়— সেখানে রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় পরিচয় যাচাই বিলাসিতা বইকি! তাই খেলা থেকে মেলা কিংবা আন্দোলন থেকে সম্মেলনের মাঠে মুচমুচে চিকেন প্যাটিস নিয়ে ঘুরে বেড়ানো শেখ রিয়াজুলও ডিসেম্বরের সাত তারিখের দুপুরে ব্রিগেডের ময়দানে হাজির হয়েছিল খদ্দেরের আশায়। ময়দানের 'মহৎ আয়োজন' সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা কিংবা উক্ত ধর্মীয় সমাবেশকে কালিমালিপ্ত করার কোনও উদ্দেশ্য তার ছিল না। অথচ যে হিন্দুধর্মে খাদ্যকে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেই ধর্মের উপাসকরাই রিয়াজুলের টিনের বাক্সে লাথি মেরে নষ্ট করল প্রায় চার হাজার টাকার প্যাটিস। জনসমক্ষে উঠবোস করানো হল তাকে। চলল বেধড়ক চড়-থাপ্পড়। ধর্মের অজুহাতে ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল দারিদ্র, ঠিক যেভাবে প্রাচীন রোমে একদল প্রতিপত্তিশালী, বিকৃতমনস্ক ব্যক্তি গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধের মাধ্যমে উপভোগ করতেন ষাঁড়ের সঙ্গে ক্রীতদাসের আমৃত্যু অসম লড়াই। অথচ ব্রিগেডের মাঠে অনেক নেতাকেই চামড়ার জুতো পরে গীতা হাতে ছবি তুলতে দেখা গেলেও তাঁদের উঠবোস করানো গেল না!

ফেরিওয়ালারা তো আমিষ-নিরামিষ ধরে বিক্রি করতে অভ্যস্ত নন। রোজ নিজেদের পণ্য নিয়ে বিক্রি করেন পেটের তাগিদে। যাদের প্যাটিস খাওয়ার নয়, তারা খাবে না। কিন্তু এই সরল সমীকরণকে জটিল ও হিংসাত্মক করে তোলার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বিজেপির অসহিষ্ণুতার মতাদর্শ যেখানে অনুরণিত হয়— "বড়লোকের ঢাক তৈরি গরিব লোকের চামড়ায়।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূলত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং জীবনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করে, কোনও নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসের বাধ্যতামূলক নিয়ম সেখানে চাপানো নেই। আমিষ নিষিদ্ধকরণের কথাও বলা হয়নি কোথাও। উপরন্তু হিন্দুধর্মকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন যে স্বামীজি তিনিও শারীরিক শক্তি অর্জনের নিমিত্তে যুব সম্প্রদায়কে আমিষভক্ষণের কথা বলেছিলেন। মুরগির মাংস তিনি পছন্দ করতেন বিশেষভাবে। সে সময় মুরগির মাংস গৃহস্থ ঘরে ঢোকা অনাচার হিসেবে গণ্য হলেও স্বামীজি এসব নিয়ম মানতেন না। নানা হোটেল ঘুরে যথেচ্ছ পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করতেন। একদা এক শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজির নামে অভিযোগ জানায়। ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, "খেয়েছে তো কী হয়েছে! তুই যদি রোজ হবিষ্যিও খাস, আর নরেন যদি রোজ হোটেলে মাংস খায়, তা হলেও তুই নরেনের সমান হতে পারবি না।"

এই বাংলায় সরস্বতী পুজো আর বিজয়া দশমীতে জোড়া ইলিশ রান্নার রীতি প্রচলিত বহু গৃহস্থ বাড়িতে। তামিলনাড়ুর বুনিয়াদি স্বামী শিবমন্দিরে আজও ঈশ্বরকে চিকেন কিংবা মাটন বিরিয়ানি অর্পণ করা হয় ভোগ হিসেবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির চত্বরে অবস্থিত বিমলা মন্দিরে রামচন্দ্রের আরাধ্যা দেবী দুর্গার অবতার মা বিমলাকেও মাছ ও ছাগল ভোগ দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের তারকুলহা দেবীমন্দির কিংবা কেরলের কাদাভু মন্দিরেও আমিষ ভোগের প্রথা রয়েছে। এই বাংলার কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর কিংবা কঙ্কালীতলার কালীমাকেও আমিষ প্রদান করা হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৭১%-ই আমিষভোজী। একটা ডিমকে দু'বেলা ভাগ করে খাওয়া ভারতবর্ষে পনির, মাশরুম, রাজমার মতো দামি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারগুলিকে নিয়মিত চেখে দেখা দিবাস্বপ্ন বইকি। যে-দেশে চারাপোনাতেই পকেট এফোঁড়-ওফোঁড়, সে-দেশে চিজ কেনা বিলাসিতা! তাই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ছাপোষা বাঙালির চিকেনই ভরসা। পুষ্টি, প্রোটিন আর পেট ভরানোর রসদ নিয়ে বেঁচে থাক রিয়াজুলের মতো প্যাটিসওয়ালারা। পঁচিশ টাকার চিকেন প্যাটিস দীর্ঘজীবী হোক! নাহলে, স্বাদ আর সাধ্যের মেলবন্ধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগিয়ে চলা বাঙালির রসনাকে বন্দি হতে হবে তালিবানি ফতোয়ার গেরুয়া সংস্করণে—

চিংড়ি মাছের মালাইকারি /
মামলা মোদির ফৌজদারি, /
সরষে দিয়ে ইলিশে ভাপা /
কাঠগড়াতে বিচার মাপা।/
পড়লে পাতে গরম খাসি /
অমিত শাহই দেবেন ফাঁসি,/
কাতলা-ল্যাটা-পাবদা খেলে,/
ভরবে ডিটেনশনের জেলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগ্রহ হারাচ্ছেন পড়ুয়ারা।
ক্রমশ কমছে পড়ুয়ার সংখ্যা।
এর জেরে এবার তিন দশকের
পুরনো পিজি ডিপ্লোমা ইন
মাসকম কোর্স বন্ধ করতে
চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাড়বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের গতি

তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে সম্পত্তি করে বিপুল ছাড়ের সিদ্ধান্ত

প্রতিবেদন : তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে আরও উৎসাহ দিতে সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে বড় ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৯৩ সংশোধন করে তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা শিল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সম্পত্তি কর ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য সরকারের অনুমোদনের পরবর্তী ত্রৈমাসিক থেকে শুরু করে টানা ১২ বছর এই ছাড় কার্যকর থাকবে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেই এই সিদ্ধান্ত। সাম্প্রতিককালে রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে যে বিনিয়োগের ঢেউ দেখা যাচ্ছে, তা জাতীয় স্তরেও নজর কেড়েছে। চলতি বছরের ২১ জুলাই সংখ্যায় ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত 'এ নিউ আইটি সানরাইজ' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মজবুত পরিকাঠামো এবং দক্ষ মানবসম্পদের জোরে দেশের একাধিক প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা রাজ্যের রাজধানী কলকাতাকেই নতুন হাব হিসেবে বেছে নিচ্ছে। নয়া সংশোধনী অনুযায়ী, শুধুমাত্র সফটওয়্যার

ডেভেলপমেন্ট এবং সফটওয়্যার প্রোগ্রামিংয়ে যুক্ত শিল্পগুলিই এই করছাড়ের সুবিধা পাবে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা শিল্পের আওতায় থাকা কল সেন্টার, বিমা দাবি নিষ্পত্তি, চিকিৎসা ও আইনি ট্রান্সক্রিপশন, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, কম্পিউটার অ্যানিমেশন, ডেটা প্রসেসিং, কম্পিউটার-সহায়তাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও নকশা, রিমোট মেইনটেন্যান্স, রাজস্ব হিসাব, সাপোর্ট সেন্টার, ওয়েবসাইট পরিষেবা এবং অ্যাকাউন্টিং, ডেটা প্রসেসিং ও ডেটা মাইনিংয়ের মতো সহায়ক পরিষেবাগুলিও এই ছাড়ের আওতায় থাকবে। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দফতর ভবিষ্যতে যেসব পরিষেবাকে তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা হিসেবে নোটিফাই করবে, সেগুলিও এই সুবিধা পাবে।

যদিও রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি কার্যকলাপের বড় অংশ এখনও প্রথম সারির শহরগুলিতেই কেন্দ্রীভূত, তবে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় সারির শহরগুলিতেও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ বাড়িয়েছে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দফতর। সেই তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ি, কল্যাণী, দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর, আসানসোল এবং বোলপুর।

রাজ্য প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তথ্যপ্রযুক্তি রফতানির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১১ সালে মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার সময় যেখানে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি রফতানির পরিমাণ ছিল প্রায় চার হাজার পাঁচশো কোটি টাকা, সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা। নতুন করছাড়ের সিদ্ধান্তে রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের গতি আরও বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

স্পা সেন্টারের আড়ালে দেহব্যবসা, ধৃত ১৬

সংবাদদাতা, বারাসত : স্পা সেন্টারের আড়ালে লুকিয়ে চলছিল দেহব্যবসা। খবর পেয়ে পর্দাফাঁস করল অশোকনগর থানার পুলিশ। ওই সেন্টারের ম্যানেজার সহ পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ১৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বারাসতের যশোর রোডে কাজিপাড়া এলাকায় আছে রিজেন্ট গার্মেন্ট নামে একটি ফ্যাক্টরি। আর ওই চত্বরে আছে বিভিন্ন দোকান। সেখানেই ইসরাইল শেখ এই সেন্টারের ম্যানেজার ছিলেন। অভিযোগ, সেই স্পায়ের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল দেহব্যবসা। কয়েকদিন আগে অশোকনগর থানায় এক অভিযোগকারী গোটা বিষয়টি নিয়ে লিখিত দেন। এই চক্রের পিছনে আর কোনও বড় মাথা আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার বারাসত জেলা আদালতে পেশ করা হয়। প্রায় ১৬ জনের মধ্যে চারজন পুরুষকে গ্রেফতার করে বারাসত আদালতে পেশ করা হয়। স্পা পার্লার থেকে আটক হওয়া মহিলাদের ও এদিন নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে সাক্ষ্য ও জবানবন্দি নেওয়ার জন্য।

■ বৃহৎ রক্তদান কর্মসূচি হয়ে গেল কেষ্টপুরের মাতৃ অ্যাপার্টমেন্ট কমিউনিটি হলে। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী অনিলকুমার দাস, চিত্র পরিচালক বাদল সরকার, দেবব্রত ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর বিকাশ নস্কর প্রমুখ। ১৮ জন মহিলা-সহ ৬৭ জন রক্তদান করেন।

শিশুদের ভিটামিন ওষুধে পোকা, চাঞ্চল্য তারকেশ্বরে

সংবাদদাতা, হুগলি : শিশুদের ভিটামিন ওষুধে মিলল মাকড়সা জাতীয় পোকা। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির তারকেশ্বরে। সদ্যোজাত শিশুদের এই ওষুধ খাওয়ানো হয় বলে জানিছেন চিকিৎসকরা। আর সেই ভিটামিন ওষুধেই পোকা মেলায় চিন্তার ভাঁজ চিকিৎসকদের কপালেও।

ওষুধকে নির্ভেজাল করতে যতই লোক দেখানো তৎপরতা চালাক কেন্দ্র, তাদের গাফিলতি যে রয়েই গেছে তা প্রমাণ করে এই ঘটনা। প্রশ্ন হচ্ছে, এত কড়া নজরদারির মধ্যেও কীভাবে সদ্যোজাত শিশুদের ভিটামিন ওষুধে পোকা মিলল। তারকেশ্বরের বসাক দম্পতি সিল করা ভিটামিন ওষুধের মধ্যে মাকড়সা জাতীয় পোকা দেখতে পান। দু'মাসের শিশুর জন্য মা পায়েল বসাক গত

■ ওষুধে পোকা দেখাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

শুক্রবার স্থানীয় একটি ফার্মেসি থেকে বায়োজেন লাইফ সাইন্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তৈরি ভিট ডি থ্রি কেনেন। শিশুর মায়ের দাবি, তাঁর দু'মাসের শিশুকে ভিটামিন ওষুধটি খাওয়ানোর আগেই দেখতে পান ওষুধের শিশির মধ্যে কিছু একটা আছে। শিশির সিল না কেটে স্বামীকে দেন তিনি। স্বামী সংশ্লিষ্ট ফার্মেসিতে বিষয়টি জানানোর পর তারকেশ্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিককে অভিযোগ জানান। ফার্মেসির কর্ণধার জানান, পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটরকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে তারকেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শেখ হানিফ জানান, ওই ভিটামিন ওষুধটি বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও ওষুধটি পাঠানো হবে। এর পর জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে যা নির্দেশ দেওয়া হবে সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উদ্যোগী হলেন বিধায়ক ফিরছে চোখের জ্যোতি

■ চোখের আলো প্রকল্পে রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছেন অসহায় মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প 'চোখের আলো'র মাধ্যমে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে সীমান্ত এলাকার মানুষের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের জ্যোতি ফিরে পেয়ে বিধায়ক ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন উপভোক্তারা। 'সেবালয়-২' কর্মসূচিতে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের মানুষ বিনামূল্যে এই সরকারি পরিষেবা ও সঙ্গে বিনামূল্যে পাচ্ছেন ওষুধ-চশমা। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্যাম্প করে সরকারি প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে শয়ে শয়ে মানুষদের সাহায্য করছেন বিধায়ক। বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলনীয় প্রকল্প 'চোখের আলো'র অনুপ্রেরণায় ও দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অফুরন্ত ইচ্ছেশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন জনপ্রতিনিধি ও চিকিৎসক হিসেবে মানুষের কাজ করে চলেছি। সীমান্ত এলাকার ঘরে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার সঙ্গে মানুষের চোখজনিত সমস্যার সমাধানে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছি। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার চোখ পরীক্ষা করা হচ্ছে। যাদের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন তাঁদেরকে সরকারি খরচে ভাল জায়গা থেকে অপরেশন করানো হচ্ছে। ফলে বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন। স্থানীয়রাও জানাচ্ছেন, বিধায়ক শুধু একজন জনপ্রতিনিধি নন, তিনি মানুষের চোখের আলো ফেরানোর কারিগর।

■ ডোমজুড় বিধানসভার দুর্গাপুর-অভয়নগর ১ নং পঞ্চায়েতের বার্ষিক গ্রামসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য তুষারকান্তি ঘোষ সহ আরও অনেকে।

ট্রলার ডুবি, নিখোঁজ ৫ মৎস্যজীবী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজের ধাক্কায় গভীর সমুদ্রে ডুবে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার। ওই ট্রলারে মোট ১৬ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। জানা গেছে, ১১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, এখনও পাঁচজন নিখোঁজ। গত শনিবার দুই দেশের আন্তর্জাতিক জল সীমানার কাছাকাছি ভারতীয় ট্রলারগুলি মাছ ধরছিল। সেই রাতেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র জানান, প্রাথমিকভাবে খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী জাহাজের আলো নিভিয়ে ওই এলাকায় এসেছিল। সেই জাহাজের ধাক্কায় ট্রলারটি ডুবে গিয়েছে।

হাওড়া পুরসভায় পুরকমিশনারের দায়িত্ব নিলেন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। তিনি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের যুগ্ম সচিব ছিলেন। এতদিন দায়িত্বে ছিলেন বন্দনা পখরিওয়াল।

উদ্বোধনে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি

শুরু হল ষষ্ঠ কলকাতা জেলা বইমেলা

প্রতিবেদন : বই পড়লে যে আবেগে ভাসা যায়, ল্যাপটপ বা ফোনের মধ্যে সেই আবেগ আসে না। বই পড়া মানেই নস্টালজিয়া। আজকালকার দিনে যা হারিয়ে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ কলকাতা জেলা বইমেলার উদ্বোধনে এসে এমনটাই জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগে কসবা রাজডাঙা মাঠে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলবে মেলা। এদিন মেলার উদ্বোধন করলেন গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রচেত গুপ্ত। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বইয়ের কোনও বিকল্প হয় না। বই খুলে বসলে যে আবেগ পাওয়া যায় তা টিভি বা অন্য কোনও ডিভাইসে পাওয়া যায় না। সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত বলেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বই পড়ে না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তাঁর মতে, বই যদি কেউ না পড়ত তাহলে বইমেলার এত চাহিদা হত না। বিভিন্ন জেলায় জেলায় যে বইমেলা হয়, তা বই পড়ার চাহিদা রয়েছে বলেই। যতই যুগ আধুনিক হোক, প্রযুক্তি আসুক, বইয়ের বিকল্প বই। বাংলা থেকে এত প্রতিভা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে তা শুধুমাত্র পাঠ্য বই পড়ে নয়। বরং আরও নানান ধরনের বই পড়ার অভ্যাস ছেলেমেয়েদের মধ্যে আছে বলেই বইমেলার এত রমরমা।

■ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত প্রমুখ।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় বাধা শীতে

প্রতিবেদন : শীতের দাপিয়ে খেলার মাঝেই হঠাৎ রান আউট। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে ফের বাধাপ্রাপ্ত তাপমাত্রার নিম্নমুখিনতা। একটানা স্বাভাবিকের নিচে থাকার পর কলকাতায় বাড়ল তাপমাত্রা। সোমবার ১৬ ডিগ্রিতে উঠল পারদ। আগামী কয়েকদিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। দিনে কমবে শীতের আমেজ। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে। আরেকটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরে। নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। আবার দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন লাক্ষাদ্বীপ এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই সব কিছুর কারণেই ফের গতি শ্লথ শীতের। দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। পার্বত্য এলাকায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

■ বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরির এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে দক্ষিণ হাওড়ার থানামাকুয়া পঞ্চায়েতে নবনির্মিত কংক্রিটের রাস্তার উদ্বোধন করলেন বিধায়ক। উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য।

তৃণমূলে যোগ শতাধিক সিপিএম কর্মীর

সংবাদদাতা, মিনাখা : বিধানসভার নির্বাচনের আগেই তৃণমূলে যোগদান করলেন বসিরহাটের মিনাখার শতাধিক সিপিএম কর্মী-সমর্থক। রবিবার তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতি। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ ১ ব্লকের কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার রাতে ছিল তৃণমূলের কর্মিসভা। নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতি সইফুদ্দিন গাজি-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে সেখানে সিপিএম সদস্য আবুল হোসেনের নেতৃত্বে শতাধিক সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করেন। সিপিএম-এর দলত্যাগী আবুল হোসেন বলেন, সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরেও আমরা বসে ছিলাম, সিপিএম করতাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে আমাদের পরিবারের সদস্যরা। বিজেপিকে রুখতে গেলে তৃণমূল ছাড়া বিকল্প নেই। তাই আজকে সাইফুদ্দিন গাজি ও তৃণমূল নেতৃত্বের হাত ধরে আমরা তৃণমূলে যোগ দিলাম। পাশাপাশি সইফুদ্দিন গাজি বলেন, কুমারজোল অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সিপিএম সদস্য আবুল হোসেন-সহ শতাধিক সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁরা আগামিদিনে কাজ করবেন।

■ কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন ব্লক সভাপতি সইফুদ্দিন গাজি।

একই দিনে দুই আত্মহত্যা

(প্রথম পাতার পর)

জালালউদ্দিন। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে কয়েকবার গিয়েছিলেন। গত শনিবার সকালে মাঠের জমিতে কাজ করার সময় বিষ খান ওই বৃদ্ধ। এরপর বাড়িতে এসে ঘটনার কথা খুলে বললে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। পরিবারের লোকের দাবি, এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়েছেন ওই বৃদ্ধ। একই দাবি করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রিয়াজুল শেখ। এদিকে খসড়া তালিকায় নাম থাকবে কি না সেই আতঙ্কে ভুগে আত্মঘাতী হন দুর্গাপুরের সুবর্ণা।

■ শ্যামনগর উৎসবের উদ্বোধনে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও জগদ্দল বিধানসভা এলাকার কাউন্সিলর ও বিশিষ্টরা। এই উৎসব ১৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

■ ইটাহারের স্থানীয় বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চোখের ছানি পরীক্ষা শিবির। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক-বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

■ উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূলের উদ্যোগে আমতা ফুটবল মাঠে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ অন্যরা।

আজ রাজ্যে খসড়া তালিকা

(প্রথম পাতার পর) তালিকায় তাঁদের নাম নেই বলে যদি বাদ দেওয়া হয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হবে। এখন দেখার বিষয়, আজ, মঙ্গলবার খসড়া তালিকা প্রকাশের পর জল কোন দিকে গড়ায়।

নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি কেন যুবভারতীতে

(প্রথম পাতার পর)

সোমবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কলকাতায় মেসিকে ঘিরে যা হয়েছে মুম্বই কিংবা হায়দরাবাদে তা হয়নি! আয়োজনে থাকা সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক। কেন আয়োজকরা ক্রীড়ামন্ত্রীকে এড়িয়ে থেকেছেন? শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও আয়োজকদের নিরাপত্তাকর্মীদের ভূমিকা ও কাদের নির্দেশে এই মেসিকে ঘিরে রাখা তা খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ কলকাতায় তাঁরা ঘিরে ছিলেন, অন্যত্র নেই। যেখানে বেশি ফাঁকা ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানে দর্শকদের কোনও অসুবিধা হয়নি। কলকাতায় অতিরিক্ত 'ক্লোজ প্রক্সিমিটি' পাস বা টিকিট দেওয়া হয়েছিল কেন?

গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন উঠেছে, যে সুচারু পরিকল্পনা হায়দরাবাদ এবং মুম্বইয়ে করা হয়েছিল, কলকাতার ক্ষেত্রে তা করা হল না কেন? কেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যুবভারতীতে আয়োজকদের জন্য অপেক্ষা করলেও তাঁরা আসেননি এবং মেসির জন্য কী কী পরিকল্পনা করা হয়েছে যুবভারতীতে তার কোনওটাই জানানো হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মাঠে নেমেছে, অথচ পুলিশকে পুরো পরিকল্পনা বলা হয়নি। ভোটের মুখে বাংলাকে বদনাম করতে কি অত্যন্ত সুকৌশলে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছিল? আয়োজক শতদ্রু দত্ত কেন রহস্যজনক কারণে ইভেন্টের আগের দিন যুবভারতীতে আসেননি? যেভাবে ভাঙচুর হয়েছে এবং জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া হয়েছে, তাতে করে আগাম পরিকল্পনা করে গন্ডগোল বাধানো এবং তারপরে বাংলার ইমেজ খারাপ করতে যা যা করার দরকার সেই সব পরিকল্পনা করেই কি মাঠে আসা হয়েছিল! পিছনে বিজেপির উসকানি ও নোংরা চিত্রনাট্য!

১৪ দিনে ৮৪ হাজার, এবার বজবজে

প্রতিবেদন : সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে চলছে সেবাশ্রয়-২। প্রথম ১৪ দিনেই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা ছাড়াল ৮৪ হাজার! মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজের স্বাস্থ্য শিবিরে সফলভাবে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে সোমবার থেকে বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রেও শুরু হল সেবাশ্রয়-২। রবিবার পর্যন্ত সেবাশ্রয় শিবিরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা ৮৪,০৪৩ জন। সোমবার বজবজে স্বাস্থ্য শিবির শুরুর পর সংখ্যাটা ৮৭,৯১৯। অর্থাৎ এদিন মোট ৩,৮৭৬ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। ২,১৩০ জন রোগীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছে। ১,৯০৩ জন বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছেন। মাত্র একজন রোগীকে প্রয়োজন বুঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সেবাশ্রয় ২

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

16 December, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট এলাকার শিবমন্দিরে চুরি। প্রণামী বাক্স ভেঙে লুঠ করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে

জন্মদিনে শ্রদ্ধা

■ কোচবিহারে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের ১১১ তম জন্মদিন। আজ কোচবিহার সাগরদিঘি পাড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কোচবিহার পুরসভার উদ্যোগে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হয়েছে। ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলাশাসক রাজু মিশ্রা, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, রাজ পরিবারের সদস্যরা।

বিবাদে জখম

■ জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষে জখম মহিলা-সহ তিনজন। সোমবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষ্মীপুরের নয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তরিফুল ইসলামের সঙ্গে মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন ও তাঁর পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩৪ শতক জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এদিন ওই ঝামেলা হাতাহাতির আকার নেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা

■ প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিষেবা চালু হল উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়ায়। এদিন ব্লক প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়। ছিলেন বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, বিডিও সুজয় ধর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আব্দুর রশিদ, আইসি রাজু সোনার সহ অন্যরা।

১০ দিন বন্ধ ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্তাডোম

রেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্ষোভ যাত্রীদের

প্রতিবেদন: পর্যটন মরশুমে হঠাৎ করে ১০ দিন বন্ধ ভিস্তাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল। নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন ভিস্তাডোম গত বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ। আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এর ফলে টিকিট কেটেও ঘুরতে যাওয়া বাতিল করতে হচ্ছে পর্যটকদের। রেলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। প্রশ্ন উঠছে, ট্যুরিস্ট স্পেশাল কি বন্ধ করে দিচ্ছে রেল? যাত্রীসংখ্যা তলানিতে কি রেলের এই সিদ্ধান্ত? এর জন্য রেলকেই দায়ী করছে পর্যটন মহল। চলাচলের সময় নির্ধারণে ভুল এবং অস্বাভাবিক ভাড়ার জন্য ট্রেনটি একেবারেই জনপ্রিয়তা পায়নি বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও মত। যাত্রী সংখ্যা কম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএমও। তিনিও জানিয়েছেন, ভিস্তাডোমে তেমন যাত্রী হচ্ছে না। তাই ১০ দিন ট্রেনটির চলাচল বন্ধ থাকছে। জানা গিয়েছে, এনজেপি থেকে কয়েকজন যাত্রী পাওয়া গেলেও, ফিরতি পথে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কার্যত খালি থাকত কোচগুলি। বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি খরচও উঠছিল না। এই কারণেই ভরা পর্যটন মরশুমে ট্রেন বন্ধ করেছে রেল। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে এই ট্রেন চালু হয়। এরপর থেকে একেবারেই রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি ট্রেনটির। এমনকী সময়েরও কোনও ঠিক ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী শ্রমিকের পরিবারের পাশে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, মালদহ: এসআইআরের আতঙ্কে আত্মঘাতী প্রৌঢ়ের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। সোমবার মালদহের কুশিদায় মৃত আবুল কালামের বাড়িতে গিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই বিজেপির মদতে নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে এসআইআর চালু করায় ভিটে মাটি হারানোর আতঙ্কে একের পর এক প্রাণ গিয়েছে। এর জবাব মানুষ দেবে। শোকার্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আর্থিক ও মানবিক সহায়তার আশ্বাস দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এসআইআরের নামে যে আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে, তারই শিকার হয়েছেন আবুল কালাম। এই মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে, ভয় আর গুজবের রাজনীতিই কি কেড়ে নিল আরও একটি নিরীহ শ্রমিকের প্রাণ! এর দায় কি নেবে কেন্দ্র সরকার? প্রসঙ্গত, শনিবার মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুভরট গ্রামের বাসিন্দা ৫২ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক আবুল কালাম গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। দীর্ঘদিন ভিনরাজ্যে কাজ করার সুবাদে তিনি ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড তৈরি করতে পারেননি। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রের দাবি, এই পরিচয়পত্র না থাকার কারণেই তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে, এমনকী বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হতে পারে বলে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল ভয়াবহ গুজব।

■ মৃত আবুল কালামের বাড়িতে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, শোকার্ত পরিবারের পাশে থাকার কথা দেন।

মহাকাল মন্দিরে চালু ই-কার

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: রাজ্যের বিশেষ উদ্যোগ। দার্জিলিংয়ের প্রবীণ পর্যটকদের বড় স্বস্তি দিতে চালু হল ব্যাটারিচালিত বিশেষ গাড়ি ই-কার। দার্জিলিং ম্যালে এক অনুষ্ঠানে এই নতুন কার পরিষেবার উদ্বোধন করেন জিটিএ প্রধান অনিত থাপা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই দার্জিলিঙে গিয়ে বয়স্ক পর্যটকদের সুবিধার্থে ই-কার গাড়ি চালু করার কথা বলেছিলেন। এবার বাস্তবায়ন হল প্রকল্পটি। প্রশাসন আশা করছে, এতে প্রবীণদের পাহাড়ি পর্যটনের অভিজ্ঞতা আরও সুখকর হবে। দার্জিলিং ম্যাল লাগোয়া মহাকাল মন্দির দীর্ঘদিন ধরেই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র। কিন্তু পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে হওয়ায় প্রবীণ মানুষের জন্য সেখানে পৌঁছনো ছিল বেশ কঠিন। ফলে নতুন ব্যাটারি গাড়ির পরিষেবা তাঁদের যাত্রা অনেকটাই আরামদায়ক করবে। এই ই-কার পরিষেবা চালুর জন্য আনন্দে ভরপুর মহাকালধাম মন্দির কমিটি। স্থানীয়দের মতে, প্রবীণদের পাশাপাশি শারীরিকভাবে অসুস্থ বা হাঁটতে অসুবিধা হয় এমন দর্শনার্থীরাও এই পরিষেবার সুবিধা পাবেন। ফলে দার্জিলিংয়ের ধর্মীয় পর্যটনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। অনীত থাপা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ই-কারের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

■ ই-কার উদ্বোধনে অনীত থাপা।

পরিযায়ী পাখিদের কলতানে মুখরিত গজলডোবা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: গাছে, ঝিলে সর্বত্রই আনাগোনা শুরু হয়েছে তাদের। সকাল-বিকেল ভরে উঠছে শীতের অতিথি পরিযায়ী পাখিদের কলতানে। মার্গেঞ্জার, পোচার্ড, রেড গুজ, কমন শেল্ডাক-সহ নানান ধরনের পরিযায়ী পাখির কলতানে এখন মুখরিত গজলডোবা। সাইবেরিয়া ও ইউরোপ থেকে আসা পাখিদের আগমন নতুন করে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং মাঝিরা। ভিড় বাড়ছে গজলডোবায়। শীত পড়লেই এই সমস্ত হাঁসের পছন্দের ঠিকানা হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা নদী। দলে দলে আসে তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন গজলডোবা পাখিবিতানে। হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে প্রতি বছর দল বেঁধে সুদূর ইউরোপ থেকে উড়ে আসে ওরা। সঙ্গী করে আনে নদর্ন পিন টেইল বা পিন ল্যাজা হাঁসকেও। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাখি আসা শুরু হয়েছে পাখি বিতানে। এখনও পর্যন্ত যে সংখ্যায় পাখি এসেছে তা দেখে পরিবেশ কর্মীদের আশা, এই বছর পাখির সংখ্যা আগামী দিনগুলিতে আরও বাড়বে। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের অফিসার রাজকুমার পাল জানান, অতিথি পাখিদের নিরাপত্তায় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১২ জানুয়ারি পাখি গণনার পরিকল্পনা রয়েছে।

আগুনে ভস্মীভূত দুটি বাড়ি

সংবাদদাতা, মালদহ: মালদহ জেলার মানিকচকের ভূতনি ব্রিজ সংলগ্ন মথুরাপুর শংকরটোলা এলাকায় সোমবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। হঠাৎ আগুন লাগায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন গ্রাস করে নেয় দুটি পরিবারের বসতবাড়ি ও পাশাপাশি থাকা দুটি চায়ের দোকান। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে দ্রুত স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। দমকল পৌঁছানোর আগেই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সর্বস্ব প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

আমার বাংলা
16 December, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাতীয় লোক আদালতে নিষ্পত্তি ৮৩২ মামলা, আয় কোটির বেশি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতচত্বরে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় লোক আদালত। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত এই আদালতে মোট ৮৩২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে আদায় হয়েছে মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬২২ টাকা। জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিটি জেলা আদালতচত্বরে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির লক্ষ্যেই ১৯৮৭ সালে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতচত্বরে লোক আদালতের সাতটি বেঞ্চ বসে। সেখানে সাত বিচারক ছাড়াও আইনজীবী এবং জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অধিকারমিত্ররা ছিলেন। বাদী ও বিবাদী— উভয় পক্ষের উপস্থিতি ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই মামলাগুলির নিষ্পত্তি করা হয়।

জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী জানান, জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী চলতি বছরের শেষ তথা চতুর্থ লোক আদালত এটি। সাতটি বেঞ্চে ২,২৫৬টি মামলা তালিকাভুক্ত ছিল। এর মধ্যে আদালতের বকেয়া সহ মোট ৮৩২টি মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। ব্যাঙ্কে ঋণখেলাপি, ফিনান্স সংস্থার প্রি-লিটিগেশন মামলা, আদালতের বকেয়া, বিদ্যুৎ দফতর, বিএসএনএল বিল, জিআর, এনজিআর-সহ একাধিক মামলার নিষ্পত্তি হয়। এসব মামলার সূত্রে ১ কোটির বেশি টাকা আদায় হয়েছে। এই আদালতের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং কম খরচে বহু জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

চলেছে জাতীয় লোক আদালতের কাজ।

ঝাড়গ্রাম

প্রথম পাকা রাস্তা পাচ্ছে মেদিনীপুরের চৌমুখ গ্রাম

সংবাদদাতা, পটাশপুর : দিদিকে বলো-য় ফোন করে মুশকিল আসান। স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাকা রাস্তা পেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-২ ব্লকের সাউতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চৌমুখগ্রাম। তাতেও খুশির বন্যা গ্রামবাসীদের মনে। ইতিমধ্যে রাস্তা তৈরীর যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিন আগে এই রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন ওই ব্লকের বিডিও শঙ্খ ঘটক। স্বাধীনতার পর থেকে ওই গ্রামে কোনও পাকা রাস্তা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার মানুষের পাকা রাস্তার দাবি ছিল। বর্ষাকালে মাটির রাস্তায় কোনও রকমে চলাচল করতে হত। এমন পরিস্থিতিতে পাকা রাস্তা তৈরির দাবি 'দিদিকে বলো'তো ফোন করে জানানো হয়। তাতে সাড়া দিয়েই শুরু হল কাজ। রাজ্য সরকারের পথশ্রী- ৪ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ কিলোমিটার এই পাকা রাস্তা হবে। যার জন্য রাজ্য তহবিল থেকে ৯৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাস্তা হলে এলাকার প্রায় ১৭০টি পরিবার সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজনবন্ধু বাগ। বলেন, গ্রামে আগে ইলেকট্রিক, জল কিছুই ছিল না। সবটাই এনেছি। মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওই রাস্তা। কয়েক মাসের মধ্যেই মানুষ তা পাবেন।

ফিতে কেটে উদ্বোধন করছেন বিডিও শঙ্খ ঘটক।

মহিষাদলে প্রাচীন শিবমন্দিরে চুরি

সংবাদদাতা, মহিষাদল : প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন শিবমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের বেতকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙাগড়া গ্রামে। সোমবার সাতসকালে খবর পেয়েই আসে মহিষাদল থানার পুলিশ। রবিবার রাতে পুজো করে ওই মন্দিরের সেবায়েত তালা লাগিয়ে চলে যান। পরদিন সকালে এসে দেখতে পান মন্দিরের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছুটে আসেন গ্রামবাসী। মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেখা যায় বেশ কয়েক হাজার টাকার পিতলের বাসনসহ প্রণামী বাক্স নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এরপরই খবর নেওয়া হয় পুলিশে। কে বা কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাল তার তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

মাটি খুঁড়তে বেরিয়ে এল কার্তুজ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : কেঁচো খুঁড়তে কেউটের মতো জমির মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এল কার্তুজ। দীর্ঘদিন বাদে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহল এলাকায় কার্তুজ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের কাশীজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আজনাশুলি গ্রামে মাঠে ইঁদুর ধরার জন্য মাটি কাটছিল বেশ কিছু আদিবাসী মানুষ। আর তাতেই সাতসকালে কার্তুজ উদ্ধারে হতভম্ব এলাকার মানুষ। প্রাক্তন সিপিএম নেতা সুকদেব মাহাতোর জমিতেই এই কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, বহু কার্তুজ মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। শালবনী থানার পুলিশ খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে।

সংশোধিত তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদন : নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। এই তালিকায় তিনটি পদ কমেছে বলে এসএসসি সূত্রে জানানো হয়েছে। ইতিহাস, জীবন বিজ্ঞান ও ভূগোল এই তিনটি বিষয়ের পদ কমেছে। আগে ২৩,২১২টি শূন্য পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ২৩,২০৯টি। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, খাতায়-কলমে তিনটি আসন কমলেও, আসলে আসন সংখ্যা বেড়েছে। কারণ, একটা বড় অংশ শিক্ষক-শিক্ষিকারা পুরোনো চাকরিতে ফিরে গিয়েছেন। সেই শূন্য পদগুলি এখানে যুক্ত হয়েছে। এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫টি বিষয়ে শূন্য পদের প্রার্থী কম। এই বিষয়গুলির ইন্টারভিউ হবে কেন্দ্রীয় ভাবে এসএসসির করুণাময়ীর অফিসে।

৪৮ সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ হল নবান্ন থেকে

প্রতিবেদন : ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী রাজ্যের ৪৮ ছেলেমেয়ের হাতে সোমবার সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। মূলত পুলিশ যেসব কমিউনিটি ফুটবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে তাতে বিজয়ী ও যাঁরা রানার্স হন তাঁদের বাছাই করে এই নিয়োগপত্র দেওয়া হল। সোমবার নবান্ন সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী পাঁচজনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। পরে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে বাকিদের হাতে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। জলতরঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং জঙ্গলমহল ও সৈকত কাপের বিজয়ী ও রানার্সদের মধ্যে থেকে বাছাই করে এই নিয়োগপত্র দেওয়া হল। নতুন এই সিভিক ভলান্টিয়াররা মূলত বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বারাকপুর কমিশনারেটে কাজ করবেন। প্রান্তিক ছেলে-মেয়েদের মানোন্নয়নে এই প্রতিযোগিতাগুলি হয়ে থাকে।

কাটা আঙুল জোড়া

প্রতিবেদন : বাইক চালাতে গিয়ে তার জড়িয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল কেটে মাটিতে পড়ে যায় সুমন মণ্ডলের। হতচকিত যুবক চিকিৎসকের পরামর্শে কাটা অঙ্গ জলে ধুয়ে প্লাস্টিকের মধ্যে বরফ কুচি দিয়ে প্যাকেটবন্দি করে দ্রুত চলে আসেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাক্তার দ্বৈপায়ন সাহা চার ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রোপচার করে জোড়া লাগিয়ে দিলেন সেই আঙুল। দ্বৈপায়নবাবু জানান, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ইসকেমিয়া সময়ের মধ্যে হাসপাতালে আসতে হবে। কারণ কেটে যাওয়া আঙুলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেটিতে পুনরায় রক্ত চলাচল করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হল ইসকেমিয়া সময়। এই সময় পেরিয়ে গেলে কাটা অঙ্গ জোড়া লাগানো যায় না। শীতকালে ইসকেমিয়া টাইম একটু বেশি, ৬ ঘণ্টা থাকে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪ ঘণ্টা।

নর্দার্ন রিজিয়নের আজ ইন্টারভিউ

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে এসএসসির নর্দার্ন রিজিয়নের একাদশ-দ্বাদশের ১০ বিষয়ের ইন্টারভিউ। আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর— এই সাতটি জেলার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। অঙ্ক, এডুকেশন, ফিলোজফি, সংস্কৃত, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, জিওগ্রাফি, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, নিউট্রিশন ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ হবে। বাকি রিজিওনের সব বিষয়ের ইন্টারভিউ চলতি মাসে শুরু করার চেষ্টা চলছে।

বিজেপি কর্মীর মজুত করা বোমাতে আতঙ্ক পাণ্ডবেশ্বরে

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : ভরদুপুরে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাণ্ডবেশ্বরের রামনগর। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া। ঘটনাস্থলে পাণ্ডবেশ্বর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বরের রামনগর-২ এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি সাফাই করছিলেন বিজেপি কর্মী বিনোদ সাউ। সাফাইয়ের সময় সেই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ছ'টি তাজা বোমা। সেই বোমাগুলি পাশের একটি মাঠে রোদে শুকোতে দেন সেই বিজেপি কর্মী বলে অভিযোগ। সেই সময় স্থানীয় মায়াদেবী নাতনিকে নিয়ে মাঠে বসেছিলেন। বল ভেবে নাতনি সেই বোমাগুলি নিয়ে খেলছিল। পরে মায়ার স্বামী এসে বল ভেবে একটি বোমা মাঠের দিকে ছুঁড়ে দিলে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিজেপি কর্মী বিনোদ বোমাগুলি মজুত করে রেখেছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিনোদ বোমাগুলি প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি পরিত্যক্ত কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশবাহিনী। সেই পরিত্যক্ত কুয়োটিও ঘিরে রেখেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদের কারণে আটক করেছে বিনোদকে। তৃণমূল নেতা যমুনা ধীবর জানান, পুরো ঘটনা বিজেপির চক্রান্ত। গতকাল পাণ্ডবেশ্বরের রামনগরে তৃণমূলের প্রতিবাদসভা ও পদযাত্রা ছিল, যেখানে বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী ছিলেন। তা বানচাল করতেই বিজেপি বোমা মজুত রেখেছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

16 December, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপলাইন ফেটে অগ্নিকাণ্ড। সোমবার দুপুর একটায় দুর্গাপুরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লিতে। আগুনে একটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়। ঘটনায় সুশান্ত দে নামে এক ব্যক্তি অল্পবিস্তর অগ্নিদগ্ধ হন

চোর সন্দেহে মার, ধৃত ১০

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : চোর সন্দেহে তিন যুবককে গণপিটুনি। অভিযোগ পেয়ে দশজনকে গ্রেফতার করল পুরুলিয়া রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। গত শনিবার রাত দশটার সময় আদ্রা থেকে তিন যুবক মোটরবাইকে সাঁতুড়ি ব্লকের সাধুসালতোর গ্রামে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় রঘুনাথপুরের চিনপিনাগ্রামে হঠাৎ তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান। তাতে তাঁরা একে অপরকে দোষারোপ করে বচসায় জড়ান। ঘটনায় গ্রামবাসীরা ওঁদের চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেয়। পুলিশ উদ্ধার করে রঘুনাথপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। আক্রান্ত যুবকের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে, রবিবার এসডিপিও নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গ্রামে গিয়ে অভিযুক্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করে। সোমবার তাদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে সাতজনকে ১৪ দিনের জেলে হেফাজত ও তিনজনকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অ্যাসবেস্টস ভেঙে দোকানে চুরি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অ্যাসবেস্টসের চাল ভেঙে সোনার দোকানে চুরি। সোমবার, পুরুলিয়া বাঘমুন্ডির সুইসায়। বাজার এলাকায় পিঙ্কি জুয়েলার্স নামে এই দোকানের মালিক রাজু স্বর্ণকার জানান, সোমবার সকাল আটটা নাগাদ দোকান খুলে দেখেন বিভিন্ন সামগ্রী উধাও। উপরের অ্যাসবেস্টস ভেঙে ফেলা হয়েছে খানিকটা, লকার ভাঙা। এছাড়াও সিসিটিভির যন্ত্র নেই। আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

পড়ুয়াদের টানতে মাঠে শিক্ষকেরা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পড়ুয়াদের খেলার প্রতি উৎসাহ দিতে এবার ভলিবল হাতে নিয়ে মাঠ কাঁপালেন শিক্ষকরা। সোমবার আনাই জামবাদ বিএসডিজি হাইস্কুলে এক দিবসীয় আন্তঃস্কুল ভলিবল প্রতিযোগিতা হল। অংশ নেন জেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষকরা। আয়োজক পিএসডিজি হাইস্কুলের শিক্ষকদের দাবি, বর্তমান প্রজন্ম মোবাইল ফোনে আসক্ত হওয়ায় তারা খেলাধুলোয় অনীহা প্রকাশ করছে। তাদের মাঠমুখী করতে এই উদ্যোগ।

হাতি তাড়াতে গিয়ে আক্রান্ত বনকর্মীরা, ধৃত তিন গ্রামবাসী

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: হাতি তাড়াতে গিয়ে ফের আক্রান্ত বনকর্মীরা। গতকাল রাতে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় বনাঞ্চলে হাতি তাড়ানোর সময় চারজন স্থানীয় গ্রামবাসী আচমকাই হামলা চালায় কর্তব্যরত বনকর্মীদের উপর। সাতজন বনকর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। আহত বনকর্মীদের উদ্ধার করে বেলিয়াতোড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। হামলাকারী এক গ্রামবাসী পালিয়ে গেলেও অপর তিন হামলাকারীকে গ্রেফতার করেছে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। নাম অর্পণ মণ্ডল, অভিজিৎ ঘোষ ও রাজকুমার ভুঁই।

চলতি বছর অগাস্ট মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে প্রায় ৭০টি হাতি। প্রায় চার মাস ধরে বড়জোড়ার জঙ্গলে কাটানোর পর সম্প্রতি হাতির দল দফায় দফায় পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে দলমার পথ ধরে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ হাতি বিষ্ণুপুর বনাঞ্চলে চলে গেলেও ১৩ থেকে ১৫টি এখনও রয়ে গেছে বেলিয়াতোড় বনাঞ্চলে। গতকাল রাতে হাতিগুলির গতিবিধির উপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। সেই সময় আচমকাই বনকর্মীদের উপর হামলা চালায় চারজন গ্রামবাসী।

বনকর্মীদের উপর হামলার দায়ে ধৃতদের আদালতে তোলা হচ্ছে।

রাতভর হাতির তাণ্ডব অল্পে রক্ষা পেল বৃদ্ধ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ফের হাতির তাণ্ডব। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ছোলাখালি পূর্বপাড়ায় রবিবার গভীর রাতে ফের হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়াল। একটি দাঁতাল হাতি আচমকাই গ্রামে ঢুকে পড়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ঘুমন্ত মানুষজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়িঘর ভেঙে চুরমার করে দেয় হাতিটি। পাশাপাশি জমি থেকে তুলে আনা ফসলও নষ্ট করে দেয়। হাতির হামলার সময় এক বৃদ্ধ অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। হঠাৎ হাতিটিকে সামনে দেখে আতঙ্কে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন। বাড়ির অন্য সদস্যদের তৎপরতায় কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। তবে চোখের সামনে বাড়িঘর ভাঙচুর ও ফসল নষ্ট হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

হাতির তাণ্ডবে এভাবেই ভেঙেছে বাড়ি।

কয়েকদিন আগেই সাঁকরাইল এলাকায় হাতির হামলায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এই তাণ্ডবে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। রাত নামলেই ঘুম উড়ছে গ্রামের মানুষের। এই ঘটনায় এলাকায় হুলা পার্টি মোতায়েন করেছে বন দফতর। তারা জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ২১ পরিবার

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : গড়বেতায় বিজেপি শিবিরে ধস। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের খড়কুশমাতে বিজেপি ছেড়ে ২১টি পরিবার যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁদের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা। সোমবার বিকেলে মালিবান্দি ও লোধা বুথ থেকে ২১টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করেন। উত্তরা ছাড়াও ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসীম সিংহরায়, জেলা পরিষদ সদস্য শান্তনু দে, ব্লক সভানেত্রী মিঠু প্রতিহার, সাবিনা বেগম প্রমুখ।

আটদিনের রামজীবনপুর উৎসবের সূচনা

সংবাদদাতা, ঘাটাল : সূচনা হল রামজীবনপুর উৎসবের। এবছরও এই উৎসবের আয়োজন করেছে ঘাটাল মহকুমা রামজীবনপুর পুরসভা। ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর, আটদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে বাবুলাল বিদ্যাভবন হাইস্কুল ময়দানে এই উৎসব চলবে। সোমবার পুরসভার গোরগোট থেকে বাবুলাল বিদ্যাভবন হাইস্কুল ময়দান পর্যন্ত মশাল মিছিলের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। ছিলেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া, রামজীবনপুর পুর চেয়ারম্যান কল্যাণ তিওয়ারি প্রমুখ। আটদিনব্যাপী আন্তঃ পুরসভা নকআউট ক্রিকেট, নকআউট ফুটবল, বয়সভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান পুরপ্রধান। চেয়ারম্যান বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক উন্নয়নমমুলক কাজ ও প্রকল্পের মাধ্যমে পুরবাসী উপকৃত। উন্নয়নের পাশাপাশি সবধর্মের মানুষদের নিয়ে এই আটদিন উৎসবমুখর পরিবেশ থাকবে। মানুষের পাশে কাজ করা ও তাদের উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া ও খেলাধুলোয় অংশগ্রহণের সুযোগ করিয়ে দিতেই এই উৎসবের আয়োজন।

স্কুল পরিচালন সভাপতির চারদিন পুলিশি হেফাজত

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামে নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি গ্রেফতার হয়েছিল। তার চারদিনের পুলিশি হেফাজত হল। ঝাড়গ্রাম এলাকার একটি হাইস্কুলে নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে। শনিবার অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই নাবালিকা ছাত্রীকে স্কুলে ডেকে শ্লীলতাহানি করে বলে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে। পরদিন রবিবার ওই ছাত্রীর পরিবার মানিকপাড়া ফাঁড়ি ও ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। রবিবার বিকেলেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

ঢেলে সাজা হচ্ছে কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় ময়দান

অর্ক দাস • নদিয়া

নদিয়া জেলা প্রশাসন ও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দান সামগ্রিক উন্নয়ন ও সবুজায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা জেলা প্রশাসনের। কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত সরকারি মহাবিদ্যালয় যেন শহরের ফুসফুস। এই কারণে প্রতিদিন শহরবাসী সকাল থেকে রাত অবধি মাঠে পায়চারি করেন, খেলাধুলা করেন, স্বাস্থ্যচর্চা করেন। গল্পের আড্ডাও বসে। মুখ্যমন্ত্রী আসার কিছুদিন আগেই মাঠের জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা জেলা উন্নয়ন বৈঠকে প্রস্তাব দেন মাঠ সংস্কারের। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, সাংসদ তহবিল ও পুরসভা টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেয়। জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, দেড় কোটি টাকা বাজেট পাশ করা হবে। এই অর্থে ৬০০ মিটার একটি রানওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ করা হবে, থাকবে ভলিবল গ্রাউন্ড, ব্যাডমিন্টন মাঠ, বাচ্চাদের পার্ক, পার্কিং এরিয়া।

১০
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

16 December, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যের উদ্যোগে সংস্কারকাজ শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ভৈরব মন্দিরের

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

এ যেন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, উত্তর দিনাজপুরের ভৈরবী মন্দিরের সংস্কার কাজ শুরু, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে খুশির জেলাবাসী। নতুন রূপে সেজে ওঠার পথে উত্তর দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী ভৈরবী মন্দির। জেলার অন্যতম গর্বের এই প্রাচীন মন্দিরটির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার দফতর, ডাইরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। রায়গঞ্জ ব্লকের ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম বিন্দোলের ভৈরবী মন্দির অতীতের বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী। স্থানীয়দের কাছে এটি আধ্যাত্মিক স্থানের পাশাপাশি পর্যটনের একটি স্থানও। কিন্তু কালের দাপটে একসময় এই ঐতিহ্যের নিদর্শনটি একেবারে ভগ্নদশায় পৌঁছে গিয়েছিল। দেওয়ালের ফাটল, শ্যাওলার দাগ আর আগাছার দখলে তার জৌলুস হারাতে বসেছিল। এলাকাবাসীর উদ্বেগ আর আর্জিকে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার মন্দিরটির সংস্কারের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১২ সালে কিছুটা কাজ হলেও, সময়ের সাথে সাথে ফের ক্ষয় শুরু হয়। অবশেষে, এই প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভকে তার হারানো

রায়গঞ্জের ভৈরব মন্দিরের কাজ চলছে জোরকদমে।

গৌরব ফিরিয়ে দিতে সরকার ৬৭ লক্ষ টাকার বড়সড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জেলা পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারিগরি ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘‘টেরাকোটার কারুকাজ থেকে শুরু করে ইট, চুন, সুরকির প্রতিটি অংশ বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের দিয়ে শৈলী বজায় রেখে পুনর্নির্মাণ করানো হবে। প্রায় ছয় মাস ধরে এই কাজ চলবে।’’ পূর্ত দফতর নিশ্চিত করেছে যে ইট, চুন, সুরকি এবং টেরাকোটার অমূল্য কারুকার্য রক্ষায় দক্ষ শ্রমিকরা এই সংস্কার কাজে যুক্ত থাকবেন। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাদের আশা, সংস্কারের পর ভৈরবী মন্দির কেবল তার পুরনো জৌলুসই ফিরে পাবে না, পাশাপাশি এলাকায় পর্যটকদের আনাগোনাও বাড়বে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। মন্দিরকে ঘিরে থাকা অবিচ্ছেদ্য লোকসংস্কৃতি এবং মানুষের অটুট ভক্তি এবার আরও মজবুত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

সম্প্রসারণের নামে রেললাইনের পাথর ঢাকছে খেলার মাঠ, ক্ষোভ

প্রতিবেদন: বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। বালুরঘাট শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে চকভৃগু পর্যদের মাঠের মাঝ বরাবর রেললাইন পাতার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর এই রেললাইন সম্প্রসারণের নামে দিনের পর দিন চলছে কাজ। কিন্তু সেই কাজের জন্য মাঠ দখল করে পাথর রেখে দেওয়া হচ্ছে কোন যুক্তিতে, প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মাঝ বরাবর রেললাইন যাবে বলে কমেছে মাঠের পরিধি, তারমধ্যে পাথরে ঢেকেছে বাকি জায়গাটুকুও। এর ফলে খেলতে পারেছন না এলাকার শিশুরা। এ নিয়ে সম্প্রতি সকলে মিলে বিষয়টি জেলাশাসককে লিখিত আকারে জানিয়েছেন। শুধু বড়রা নয়, শিশুরাও প্রশ্ন তুলেছে, তারা কোথায় খেলবে? সকলেই দ্রুত রেলের সামগ্রী সরিয়ে মাঠটিকে বাচ্চাদের খেলার উপযোগী করে তোলার দাবি জানিয়েছেন।

ভবঘুরেকে উদ্ধার করে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা আইসির

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ভবঘুরেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন ময়নাগুড়ির আইসি সুবল ঘোষ। বেশ কিছুদিন থেকে ময়নাগুড়ি ব্লকের শিঙ্গিমারি এলাকায় এক ভবঘুরে দীর্ঘ দিন থেকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে ছিলেন। ঠান্ডায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। রাতে খবর পেয়েই ছুটে আসেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ। তিনি খবর পাওয়া মাত্রই অ্যাম্বুল্যান্স-সহ পুলিশ পাঠিয়ে দেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই অসুস্থ ভবঘুরে মানুষটিকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গিয়েছে, সেই ব্যক্তি বর্তমানে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আইসির এই মানবিক কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিঙ্গিমারি এলাকার বাসিন্দারা। যদিও এই বিষয়টি পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে বলে জানিয়েছেন আইসি সুবল ঘোষ। তিনি বলেন, এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। আমাকে ফোন করার পরেই আমি অফিসারদের পাঠিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছি।

চার মাসেই সম্পন্ন সংস্কারকাজ, রাস্তা পেয়ে খুশি বাসিন্দারা

প্রতিবেদন: বাসিন্দাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সংস্কার হল আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ির সংযোগকারী রাস্তা। জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, এতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে সংস্কার হয়েছে এই সাড়ে নয় কিলোমিটার রাস্তা। মাত্র চার মাসের মধ্যেই এই কাজ শেষ হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই খুশির হাওয়া গাদং-সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে। এলাকাবাসীর কথায়, বাম আমলে রীতিমতো উপেক্ষিত ছিল এই এলাকা। কোনও উন্নয়ন হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উন্নয়ন হয়েছে। জেলাশাসক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান এবং দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সড়ক দু’টি জেলাকে যুক্ত করে। একদিকে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ও মাদারিহাট ব্লকের বহু মানুষ, অন্যদিকে ধূপগুড়ি মহকুমার বাসিন্দাদের বড় অংশ এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। গাদং এক ও দুই, ধনিরামপুর, ঝালটিয়া, এথেলবাড়ি, তেলিপাড়া, নরসিংপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই পথেই যাতায়াত করেন। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন হয়েছে। নতুন করে পিচঢালা মসৃণ রাস্তা পেয়ে স্বস্তিতে এলাকাবাসী। নতুন বছরের মুখে কার্যত নতুন রাস্তার উপহার পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন গাদং এলাকার মানুষজন। ধূপগুড়ি–ফালাকাটা রোড থেকে গাদং অঞ্চল অফিস পর্যন্ত এই রাস্তা দু’টি জেলাকে যুক্ত করে। রাস্তা তৈরি হওয়ায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

মানিকচক পাচ্ছে সোলার লাইট

সংবাদদাতা, মালদহ: স্বপ্ন পূরণ হল মানিকচকের বাসিন্দাদের। রাজ্য সরকারের ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচির আওতায় দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্থাপিত হল দুটি হাইমাস্ট সোলার লাইট। সোমবার দুপুরে মালদহের মানিকচক ব্লকের নারায়ণপুর এলাকা ও শিবানটোলা দুই নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই সোলার লাইটের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রসেনজিৎ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু স্থানীয় বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি হাইমাস্ট সোলার লাইটে প্রায় ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং অপরটিতে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উদ্বোধনে মানিকচক প্রসেনজিৎ মণ্ডল।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ ছিল, সন্ধ্যার পর এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যেত ফলে যাতায়াতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। নতুন সোলার লাইট চালু হওয়ায় রাতের নিরাপত্তা ও চলাচল অনেকটাই সহজ হবে বলে আশাবাদী বাসিন্দারা।

নিয়মভঙ্গকারীদের জরিমানা নয়, গোলাপ দাওয়াই ট্রাফিকের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: হেলমেট নেই, গতি বেশি গাড়ির! রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। গাড়ি থামিয়ে কোনও জরিমানা নয়, নিয়ম মানাতে চালকের হাতে তুলে দিচ্ছেন একগুচ্ছ গোলাপ আর রঙিন কাগজে মোড়া চকোলেট। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন ট্রাফিক নিয়ম মানার পাঠ। সোমবার এই অভিনব ঘটনার সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি। এদিন শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় হেলমেট ছাড়া বাইক ও স্কুটি চালকদের আটক করে জরিমানা নয়, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল গোলাপ ফুল ও চকোলেট। হঠাৎ এমন ব্যবস্থায় প্রথমে কিছুটা অবাক হলেও, ট্রাফিক পুলিশের এই মানবিক পদক্ষেপে খুশি চালকরা। পুলিশ আধিকারিকরা চালকদের বোঝান, হেলমেট শুধুমাত্র

মেনে চলুন ট্রাফিক আইন। এই বার্তা দিয়ে বাইক চালকের হাতে একগুচ্ছ ফুল দিলেন পুলিশ কর্মী।

আইনের বাধ্যবাধকতা নয়, জীবনরক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা। মিষ্টিমুখ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দেওয়া হয় সচেতনতামূলক বার্তাও। ট্রাফিক পুলিশের বক্তব্য, বারবার জরিমানা করেও অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না। তাই এবার ইতিবাচক ও বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে মানুষকে নিয়ম মানতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ইস্টার্ন বাইপাসে এই অভিনব সচেতনতা কর্মসূচি দেখে পথচারীরাও থমকে দাঁড়ান। অনেকেই মোবাইলে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন। পুলিশের এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রশংসা কুড়োচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের আশা, ভালোবাসা ও সচেতনতার এই বার্তা মানুষের মনে প্রভাব ফেলবে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি চালক স্বেচ্ছায় হেলমেট ব্যবহার করবেন—নিরাপদ হবে রাস্তা, বাঁচবে মূল্যবান জীবন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্থাভাব এবং স্ত্রীর অকালমৃত্যু। সম্ভবত সেই কারণেই ৩ মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন বাবা অমরনাথ রাম। সংকটজনক অবস্থা দুই নাবালক পুত্রেরও। বিহারের মুজফ্‌ফরপুরের বাড়িতে সোমবার উদ্ধার করা হয় ৪ জনের দেহ

দিল্লি দরবার

১১
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

ভুয়ো নাগরিক সার্টিফিকেটের কেচ্ছা ফাঁস

মতুয়াদের সঙ্গে প্রতারণা করছে বিজেপি: মমতাবালা

নয়াদিল্লি: সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজেপি এসআইআরের নামে কীভাবে প্রতারণা করে চলেছে রাজ্যসভায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। এসআইআর নিয়ে বিতর্কে অংশ নিয়ে আগাগোড়াই তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন বিজেপি-কমিশনের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা। চরম আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তায় ভুগছেন মতুয়ারা। মোদি সরকারের এক প্রতিমন্ত্রী ভুয়ো নাগরিক সার্টিফিকেট বিতরণ করে প্রতারণা করছেন মতুয়াদের। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মতুয়াদের ভুল বুঝিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করছে মোদি সরকার ও বিজেপি। মতুয়া সমাজকে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের ভিটেমাটি কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করতে চাইছে কেন্দ্রীয়

সরকার ও নির্বাচন কমিশন। এরা যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করছে, মতুয়াদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এই ইস্যুতে মোদি সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তাঁর দাবি, মতুয়াদের ভোট যদি বৈধ না হয়, তাহলে দেশের সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনও তো বৈধ নয়। তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পদত্যাগ করবেন না কেন? এই ভাবে প্রধানমন্ত্রী মতুয়াদের ছুরি মারতে পারবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের আরও প্রশ্ন, ২০০২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বারবার বিভিন্ন নির্বাচনে ভোট দিয়ে যে অগণিত হিন্দু মতুয়া সরকার গঠন করেছে, তাঁদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হবে কেন? এর পরেই সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর অভিযোগ করেন, মোদি সরকারের প্রতিমন্ত্রী মতুয়াদের প্রতারণা করার জন্য জাল সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের এই বক্তব্যের পরেই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদরা দল বেঁধে রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে এসে সভায় তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের তরফে মতুয়া সমাজের প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে বিতরণ করা নাগরিকত্বের ভুয়ো সার্টিফিকেট। মোদি সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই আচরণের তীব্র নিন্দা করে রাজ্যসভায় গর্জে ওঠে গোটা তৃণমূল ব্রিগেড। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ এই মিথ্যাচারের যোগ্য জবাব দেবেন, সাফ জানান তাঁরা।

এসআইআর নিয়ে রাজ্যসভায় বিস্ফোরক ঋতব্রত

বাংলায় বিএলওদের অপমৃত্যু আসলে প্রাতিষ্ঠানিক খুন

নয়াদিল্লি: এসআইআরের নামে প্রতিষ্ঠানিক খুনের শিকার হচ্ছেন বিএলওরা। নির্বাচন কমিশনের অমানবিক চাপে অগণিত লোক আতঙ্কিত এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। ৪ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর এই ৩৭ দিনে এই তিনটি শব্দ বিএলওদের নামের আগে বা পরে বসেছে। সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত চাঁচাছোলা ভাষায় 'গ্রাউন্ড জিরো'-র বাস্তবতা তুলে ধরেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি তুলে ধরেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিএলও-দের দুর্দশার কথা। তাঁর অভিযোগ, দু'বছরের কাজ দু'মাসে শেষ করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। ইচ্ছে করে তারা এই পরিস্থিতি ডেকে এনেছে। আর এই কাজের মারাত্মক চাপে বাংলায় আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন ৪ জন বিএলও। এই ঘটনা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক খুন। বিএলওরা আতঙ্কিত। আত্মহত্যা করা বিএলও রিঙ্কু তরফদার তাঁর সুইসাইড নোটে আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে গিয়েছেন।

ঋতব্রতর কথায়, রাজ্যে এমন কোনও জেলা নেই, যেখানে বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাননি। বিএলও-রা কোনও 'ডেটা রোবট' নন। বিএলও অ্যাপ্লিকেশন বহু জায়গায় কাজ করছে না, ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে বিএলওদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ভয় দেখানো হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, কেন শুধু বাংলাকেই টার্গেট করা হচ্ছে? অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ভাষায় বিএলওদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন ঋতব্রত। বলেন, এসআইআরের কাজ শুরু হওয়ার ৪ দিনের মাথাতেই প্রথম মৃত্যুর খবর এসেছে। পূর্ব বর্ধমানে ৯ নভেম্বর মৃত্যু হয়েছে বিএলও নমিতা হাঁসদার। এরপর জলপাইগুড়িতে মৃত্যু হয়েছে শান্তিমণি ওরাওঁয়ের। ২১ নভেম্বর নদিয়ায় আত্মহত্যা করেছেন ৫১ বছরের রিঙ্কু তরফদার। মুর্শিদাবাদে হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে জাকির হোসেন নামে এক বিএলওর। বিজেপি নেতারা আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন মানুষের মনে। অথচ নির্বাচন কমিশন নীরব।

ইউপিআই প্রতারণা, অভিষেকের প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: ইউপিআই প্রতারণার ঘটনার নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখিত প্রশ্নে তিনি জানতে চাইলেন, ৭ দিন ও ৩০ দিনের মধ্যে এই ধরনের কতগুলি প্রতারণার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কাস্টমারদের টাকা ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে? রাজ্যভিত্তিক তালিকা দাবি করেন অভিষেক। একই সঙ্গে এ-ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনের তুলনামূলক তৎপরতার তথ্যও দাবি করেন অভিষেক। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি স্বীকার করেছেন রির্জাভ ব্যাঙ্ক এবং এমপিসিআই জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত রাজ্যভিত্তিক তথ্য তাদের কাছে নেই।

ডেরেকের প্রশ্ন

রাজ্যসভায় বিতর্কের সময় সাংসদরা যখন বলতে ওঠেন তখন পিছন থেকে তাঁদের বিরক্ত করা হয় কেন? প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর কথায়, এতে আলোচনার সুন্দর পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যায়। চেয়ারম্যানের কাছে তিনি দাবি জানান, বক্তারা যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের কথা বলতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করুন।

শিক্ষাক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা বিজেপির তীব্র বিরোধিতা সৌগতর

নয়াদিল্লি: শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার যে অপচেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি, সোমবার লোকসভায় তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল। শিক্ষার গেরুয়াকরণের তীব্র বিরোধিতা করলেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়।

বাংলা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে বাগে আনতে না পেরে এবার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো লঙ্ঘন করে নোংরা রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু করেছে মোদি সরকার। এই চক্রান্তেরই অংশ হিসেবে সোমবার লোকসভায় পেশ করা হয়েছে বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল ২০২৫। এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, এই বিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনতে চাইছে। আগে ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করত। এখন মোদি সরকার চাইছে এই ভূমিকা পালন করা ইউজিসির হাতে থাকা যাবতীয় ক্ষমতাকে

নিজেদের হাতে তুলে নিতে। এদের মূল লক্ষ্য হল বিরোধী শাসিত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা। সেখানে রাজ্য সরকার পরিচালিত যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাদের কুক্ষিগত করা। কিন্তু মনে রাখা উচিত, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা দখল করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং তামিলনাড়ুতে রাজ্য সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে কেন্দ্র। মোদি সরকারের এই উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দেখাদেখি এই অগণতান্ত্রিক বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সহ গোটা বিরোধী শিবির।

কেরলে সিপিএম নেতার কুরুচিকর মন্তব্য মহিলাদের বিরুদ্ধে, ক্ষোভে ফুঁসছেন মানুষ

তিরুবনন্তপুরম : রুচি কতটা নিচে নেমে গেলে এমন মন্তব্য করতে পারেন কোনও সিপিএম নেতা। মুখে প্রগতিবাদের বুলি আউড়ে যারা বিভ্রান্ত করে সাধারণ মানুষকে, সেই সিপিএমেরই নেতা চূড়ান্ত অপমানজনক মন্তব্য করলেন মহিলাদের বিরুদ্ধে। বললেন, মহিলাদের কাজ শুধুমাত্র স্বামীর সঙ্গে শোয়া। হ্যাঁ, মালাপ্পুরমে রবিবার এমনই নিম্নরুচির মন্তব্য শোনা গেল কেরলের সিপিএম নেতা সইদ আলি মজিদের মুখে। পুর নির্বাচনে নামমাত্র ভোটে নিজের জয় উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বাম নেতা-কর্মী এবং মহিলাদের উপস্থিতিতেই তাঁর মন্তব্য, মহিলাদের বিয়ে করো শুধুমাত্র সেক্স এবং সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য। বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে মহিলাদের প্রতি তাঁর আরও মন্তব্য, বিয়ে হয়ে গেলে তোমাদের কাজ শ্বশুরবাড়ির দেখাশোনা করা। যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করো, তাহলে আরও বেশি শুনতে হবে। যদি শুনতে না পারো তবে রাজনীতিতে থাকাই উচিত নয়। কমিউনিস্ট নেতার এমন হীন নারীবিদ্বেষী মন্তব্যে রীতিমতো বিস্মিত রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ।

কে এই সইদ আলি মজিদ? সিপিএমের অত্যন্ত প্রভাবশালী এই নেতা অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে লোকাল কমিটির সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দিয়ে বাম সমর্থক নির্দল প্রার্থী হিসেবেই দাঁড়িয়েছিলেন থেন্নেলার স্থানীয় ভোটে। হারতে হারতে শেষপর্যন্ত কোনওরকমে ৪৭ ভোটে জিতে যান তিনি। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে রীতিমতো হুমকির সুরে সিপিএম নেতা বলেন, আমার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে যদি কোনও মামলা হয়, তা হলে আমি জানি, তা সামলাতে হবে কীভাবে। লক্ষণীয়, গত সপ্তাহে এই নির্বাচনে কেরলে ধরাশায়ী হয়েছে শাসক সিপিএম।

দেশ বিদেশ

16 December, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এইচ-১বি ভিসার আবেদনকারীর সমাজমাধ্যমে নজরদারি করছে আমেরিকা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কী পোস্ট করেছেন, কোন পোস্টে কী মন্তব্য করেছেন, তা খতিয়ে দেখার পরেই ভিসার আবেদন মঞ্জুর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এইচ-১বি ভিসা নিয়ে নতুন নিয়মবিধির অংশ এই প্রক্রিয়া

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ইউনুস সরকারের ভূমিকায় অনাস্থা

ভোটের আগে বাংলাদেশে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে চার নির্দেশ আমেরিকার

ঢাকা: ভোটমুখী বাংলাদেশ আদৌ নিরাপদ নয়। সতর্ক থাকতে হবে। এই সময় বাংলাদেশ যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আমেরিকার নাগরিকদের উদ্দেশে এই বার্তা দিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। কেন সাবধান করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিবৃতিও জারি করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। নানা অশান্তির ঘটনা, খুনোখুনি ঘটছে। বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস যা, তাতে নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, তত বিক্ষোভ বাড়বে। সেই কারণে বাংলাদেশে যাওয়া মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করে বিবৃতি দিতে হল ঢাকার মার্কিন দূতাবাসকে। এই নির্দেশকে অন্তর্বর্তী সরকারের উপর বড় ধরনের অনাস্থা হিসাবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই মার্কিন নাগরিকদের কোনওরকম অশান্তির ঘটনা এড়িয়ে চলার পরমার্শ দেওয়া হয়েছে। চার দফা সতর্কতাবার্তা জারি করেছে মার্কিন দূতাবাস। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। একই সঙ্গে হবে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট। তবে নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটছে। ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হন নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। সেই ঘটনার পর আরও কয়েকটি অশান্তির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ভোটের আগে অশান্তি আরও বাড়ার আশঙ্কায় বিবৃতি জারি করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। বলা হয়েছে, ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হতে পারে। কোথাও কোথাও বিক্ষোভ হতে পারে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ থেকে অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। সেই সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেই বাংলাদেশের মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে দূতাবাস। চার দফা সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে থাকা মার্কিন নাগরিকদের আশপাশের পরিবেশ ও উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোথায় কী পরিস্থিতি সে সম্পর্কে জানতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরের দিকে নজর রাখা উচিত। এছাড়া বিক্ষোভ এবং ভিড় এড়িয়ে চলার কথা বলেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস।

নাম বদল মনরেগার

(প্রথম পাতার পর)

ধর্মীয় তাস খেলে 'রাম' নাম সংযুক্ত করার পরে মনরেগার বুনিয়াদি পরিকাঠামোরও পরিবর্তন করেছে মোদি সরকার। আগে মনরেগা প্রকল্পের ব্যয় বহন করত কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু নতুন যে বিল সংসদে পেশ করা হবে সেখানে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশ বহন করতে হবে রাজ্যকে, এমনই শর্তের উল্লেখ থাকছে। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের জেরে রাজ্যগুলির ঘাড়ে প্রচুর টাকার বোঝা চাপবে। এমনিতেই মনরেগা প্রকল্পে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য ৫২,০০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে মোদি সরকার। তার উপরে যদি ফের বাংলার ঘাড়ে এই প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে চাপ তৈরি করা হয়, তাহলে তা নিতান্ত দুর্বিষহ যন্ত্রণার মতো হবে বলেই একমত রাজনৈতিক মহল। এর পাশাপাশি নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রতি বছর ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টির কথা বলা হলেও চাষের সময়ে দু'মাস প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার শর্তও চাপানো হচ্ছে। সোমবার লোকসভায় এই বিলটি পেশ করার কথা না থাকলেও এদিন দুপুরে সরকার একটি সাপ্লিমেন্টারি বিজনেস লিস্ট জারি করে এই বিল পেশের কথা জানায়।

মনরেগা বিলের নাম পরিবর্তন নিয়ে নোটিশ দিয়ে দাবি জানান তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন, এই বিলে অনেক ত্রুটি আছে। পাশাপাশি বিলটিকে তিনি স্ক্রুটিনিতে পাঠানোরও দাবি জানান।

উল্লেখ্য, মনরেগা প্রকল্পের খোলনলচে বদলে ফেলে নতুন জনবিরোধী প্রকল্প শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিল পেশ করছে সংসদে, সর্বশক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করছে তৃণমূল। সোমবার লোকসভার বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বিলটির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অন্যদিকে রাজ্যসভায় দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সরাসরি তোপ দেগেছেন মোদি সরকারকে নিশানা করে। তাঁর কথায়, মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলা গান্ধীজির অপমান। অবাক হচ্ছেন! এরাই সেই সব লোক যারা মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীকে পুজো করেছিল। ওরা গান্ধীজিকে অপমান করতে চায়। আমরা কখনওই এটা হতে দেব না।

সরকারের নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নেই, মালার প্রশ্নে লোকসভায় জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)-এর মতো বড় ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনার কোনও পরিকল্পনা নেই বলে লোকসভায় জানালেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান যে, এআইএফএফ সহ ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনগুলি (এনএসএফ) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০, ট্রাস্টস অ্যাক্ট, কোম্পানিজ অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত। সরকার ন্যাশনাল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট কোড অফ ইন্ডিয়া, ২০১১ এবং সময় সময় জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে এনএসএফগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। তবে, বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) একটি ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) হিসেবে স্বীকৃত নয়। মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, ক্রীড়া সংস্থার সঠিক ও সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের কোনও পরিকল্পনা নেই। স্পোর্টস কোড অনুসারে এনএসএফগুলিকে কিছু স্বাস্থ্যকর পরিচালনা পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে: জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন পদ্ধতি, পদাধিকারীদের বয়স ও মেয়াদের সীমাবদ্ধতা, খেলাধুলায় সুশাসনের মৌলিক নীতিগুলি, সঠিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, বয়সের জালিয়াতি ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং মডেল নির্বাচন নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান।

বিসিসিআই ও এআইএফএফ

ভবিষ্যতে এই বড় ক্রীড়া সংস্থাগুলির অডিট বা হিসাব নিরীক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী জানান, যে সমস্ত ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) বছরে ১ কোটি টাকার বেশি অনুদান পায়, তাদের হিসাব কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা নিরীক্ষার (অডিট) অধীন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পরোক্ষভাবে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে।

গঙ্গাসাগরে এবার পরিচয়পত্র

(প্রথম পাতার পর)

বৈঠকে ভিড় ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, যাতায়াত ও জরুরি পরিষেবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, পুণ্যার্থীদের চলাচল ও স্নানপর্ব যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয়, সেজন্য প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। কোনও বিশেষ সুবিধা বা আলাদা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিআইপি সংস্কৃতি তৈরি করা যাবে না বলেও তিনি নির্দেশ দেন।

একই সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মৎস্যজীবীরা কেন বারবার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় চলে যাচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশকে। এই বিষয়টি নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে পুলিশ প্রশাসনকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি।

নবান্ন সূত্রে খবর, মেলা চলাকালীন প্রশাসনিক সমন্বয়, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। গঙ্গাসাগর মেলা যাতে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হচ্ছে।

২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৮.৮৮ লক্ষ কোটি ঋণ মকুব

নয়াদিল্লি: ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ছয় বছরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি সম্মিলিতভাবে মোট ৮,৮৮,৬২৪ কোটি টাকার নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) বা অনাদায়ী ঋণ মকুব করেছে। এর মধ্যে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি মকুব করেছে ৭,১০,০০২ কোটি টাকা এবং প্রাইভেট সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি মকুব করেছে ১,৭৮,৬২২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় অর্থ রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লোকসভার তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারীর প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য দিয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুসারে, ২০১৪ থেকে ২০২০ অর্থবর্ষের মধ্যে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি ৭,১০,০০২ কোটি টাকার এনপিএ মকুব করেছে। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি মকুব করেছে ১,৭৮,৬২২ কোটি টাকা। মন্ত্রী জানান যে, ব্যাঙ্কগুলি আরবিআই নির্দেশিকা এবং তাদের বোর্ডের অনুমোদিত নীতি অনুসারে এনপিএ মকুব করে, যার মধ্যে সাধারণত সেই সমস্ত ঋণ অন্তর্ভুক্ত থাকে যার জন্য চার বছর পূর্তিতে সম্পূর্ণ সংস্থান করা হয়েছে। তবে, এই 'রাইট-অফ' বা মকুবের ফলে ঋণগ্রহীতার দায় মকুব হয় না। ঋণগ্রহীতারা পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন এবং ব্যাঙ্কগুলি তাদের বিরুদ্ধে শুরু করা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। মন্ত্রী আরও বলেন, মকুব করা ঋণ পুনরুদ্ধার একটি চলমান প্রক্রিয়া। আরবিআই-এর উদ্যোগগুলি হল, ১) আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম : পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক রিফর্মস এজেন্ডার অধীনে, সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে প্রায় ৮০টি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম ট্রিগার সহ

সংসদে তথ্য পেশ কেন্দ্রের

তথ্য অনুসারে, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে এই হিসাব দেওয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে অনাদায়ী ঋণ কমাতে এবং পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার ও আরবিআই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে প্রধান স্বয়ংক্রিয় এবং ব্যাপক 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। এটি তৃতীয় পক্ষের ডেটা ব্যবহার করে সময়মতো ঋণ অ্যাকাউন্টের সমস্যা চিহ্নিত করে এবং সক্রিয়ভাবে এনপিএ-তে পরিণত হওয়া রোধ করে। ২) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (আইবিসি), ২০১৬: এই কোড ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতার সম্পর্ককে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে, যেখানে 'ঋণগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণে' থাকার পরিস্থিতি থেকে 'ঋণদাতার নিয়ন্ত্রণে' থাকার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এই কোডের ফলস্বরূপ, মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত, ১৩.৭৮ লক্ষ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ সংশ্লিষ্ট ৩০,০০০ এরও বেশি আবেদন প্রি-অ্যাডমিশন পর্যায়েই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শেষ করতে বিলম্ব কমানোর জন্য আইবিসি-তে আরও সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩) ডিআরটির আর্থিক এক্তিয়ার বৃদ্ধি: ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (ডিআরটি)-এর আর্থিক এক্তিয়ার ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষে বাড়ানো হয়েছে, যাতে তারা উচ্চমূল্যের মামলাগুলিতে মনোযোগ দিতে পারে এবং ব্যাঙ্কগুলির উচ্চতর পুনরুদ্ধার নিশ্চিত হয়। ৪) বিশেষজ্ঞ দল গঠন: সরকারি ব্যাঙ্কগুলি এনপিএ অ্যাকাউন্টগুলির কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও ফোকাসড ফলো-আপের জন্য বিশেষায়িত 'স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ভার্টিকাল' ও শাখা স্থাপন করেছে। 'বিজনেস করেসপন্ডেন্ট' নিয়োগ এবং 'ফিট-অন-স্ট্রিট মডেল' গ্রহণও এনপিএ পুনরুদ্ধারের গতি বাড়িয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেলিস্কোপ

16 December, 2025 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আগেই বলেছিলেন। এবার দুই বিজ্ঞানীর নতুন গবেষণাও সেরকমই বলছে। তাতে দেখা গিয়েছে, পৃথিবীতে ঘড়ির কাঁটা যে গতিতে চলে, মঙ্গলে তার তুলনায় সামান্য দ্রুত চলে

উত্তর গোলার্ধের আলোর বিস্ময়

অরোরা বোরিয়ালিস বা নর্দার্ন লাইটস এক অপার বিস্ময়। দক্ষিণ গোলার্ধে একে বলে অরোরা অস্ট্রালিস। আকাশের এক প্রাকৃতিক আলোর খেলা। লিখলেন **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

সোলার উইন্ড বা সৌর ঝড় যখন চৌম্বক ক্ষেত্রে বাধা পায় তখনই তৈরি হয় অরোরা বোরিয়ালিস আর অরোরা অস্ট্রালিসের। উত্তর মেরু, আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা আর অস্ট্রেলিয়ায় দেখা

যায় প্রকৃতির ওই মায়াবী রঙের খেলা! এই রঙের খেলা যা দেখতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা। তবে তা দেখতে পাওয়াটা অনেকটাই কপাল। প্রকৃতি না চাইলে যে বোরিয়ালিস হয় না! রোমান দেবী অরোরা(ভোরের দেবী) এবং গ্রিক দেবতা বোরিয়াস(উত্তরের বাতাসের দেবতা)র নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

মহাজাগতিক আলোর প্রজ্বলন

অরোরা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি মূলত আমাদের নিকটতম নক্ষত্র সূর্য দ্বারা চালিত একটি ঘটনা।

এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সৌর বায়ু দিয়ে, যা মূলত আধানযুক্ত কণা (charge particles), প্রধানত ইলেকট্রন এবং প্রোটনের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, যা সূর্যের বায়ুমণ্ডল (করোনা) থেকে নির্গত হয়। এই কণাগুলি অবিশ্বাস্য গতিতে ভ্রমণ করে, যা প্রায়শই ঘণ্টায় ১০ লাখ মাইল অতিক্রম করে। এই প্রবাহ সাধারণত স্থিতিশীল থাকে, তবে সৌর শিখা (solar flares) বা করোনাল মাস ইজেকশন (CMEs) নামক বৃহৎ আকারের অগ্ন্যুৎপাতের মতো তীব্র সৌর কার্যকলাপের সময় এটি বৃদ্ধি পায়। একটি সিএমই কোটি কোটি টন প্লাজমাকে মহাকাশে নিক্ষেপ করতে পারে, যা শক্তিশালী আলোড়ন সৃষ্টি করে।

■ **পৃথিবীর চৌম্বক ঢাল (ম্যাগনেটোস্ফিয়ার):** সৌর বায়ু যখন পৃথিবীতে পৌঁছয়, তখন এটি আমাদের গ্রহের শক্তিশালী ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের মুখোমুখি হয়, যা একটি বিশাল, অদৃশ্য ঢাল হিসেবে কাজ করে, বেশিরভাগ ক্ষতিকারক আধানযুক্ত কণাগুলিকে গ্রহের আশপাশ থেকে সরিয়ে দেয়। ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের আকার অত্যন্ত গতিশীল; এটি সকালের দিকে সংকুচিত হয় এবং রাতের দিকে একটি লম্বা 'ম্যাগনেটো টেইল'-এ প্রসারিত হয়, যা অনেকটা ধূমকেতুর লেজের মতো দেখায়।

■ **মেরুতে চালিত হওয়া:** আধানযুক্ত কণাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটি ছোট অংশ চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম হয়, যা সাধারণত পৃথিবীর চৌম্বকীয় মেরুগুলির কাছে একত্রিত হওয়া চৌম্বক ক্ষেত্ররেখা বরাবর ঘটে। এই কণাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা মেরু অঞ্চলের দিকে পরিচালিত হয়। যে অঞ্চলে এই কণাগুলির প্রবাহ

সবচেয়ে তীব্র, সেখানে অরোরাল ওভাল তৈরি হয়, যা প্রায় ৬০০ থেকে ৭৫০ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত চৌম্বক মেরুগুলিকে ঘিরে একটি অবিচ্ছিন্ন রিং-আকৃতির অঞ্চল।

■ **বায়ুমণ্ডলীয় সংঘর্ষ এবং আলো নির্গমন:** পৃথিবীর ওপরের বায়ুমণ্ডলে—থার্মোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ারে (প্রায় ৬০ থেকে ৪০০ মাইল, বা ১০০ থেকে ৬৫০ কিলোমিটার উচ্চতায়)—প্রবেশ করার পর দ্রুতগামী আধানযুক্ত কণাগুলি বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস, প্রধানত অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন-এর অণু এবং পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। এই সংঘর্ষগুলি বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের কণাগুলিতে শক্তি স্থানান্তর করে, তাদের ইলেকট্রনগুলিকে উচ্চ শক্তির স্তরে ঠেলে দেয়; ফলে তাৎক্ষণিকভাবে, উত্তেজিত পরমাণু এবং অণুগুলি তাদের স্বাভাবিক, নিম্ন শক্তির স্তরে ফিরে আসে। এটি করার জন্য, তাদের অতিরিক্ত শক্তি ছেড়ে দিতে হয়, যা তারা আলোর আকারে—একটি ফোটন হিসেবে—নির্গত করে। এটিই সেই অরোরা যা আমরা দেখতে পাই। পুরো প্রক্রিয়াটি ফ্লুরোসেন্ট বা নিয়ন লাইট টিউবের কার্যপদ্ধতির অনুরূপ, যেখানে বিদ্যুৎ গ্যাস পরমাণুগুলিকে উদ্দীপিত করে দৃশ্যমান আলো তৈরি করা হয়।

অরোরার রঙের বর্ণালি

■ **অরোরার রঙে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা নির্ভর করে দুটি প্রধান বিষয়ের উপর:** আঘাতপ্রাপ্ত গ্যাসের নির্দিষ্ট প্রকার এবং সংঘর্ষটি বায়ুমণ্ডলের কোন উচ্চতায় ঘটছে তার উপর, কারণ উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়।

উজ্জ্বল সবুজ রং সেখানে দেখা যায়, যেখানে অক্সিজেন তুলনামূলকভাবে ঘন। গাঢ় লাল খুব বেশি উচ্চতায় ঘটে, যেখানে অক্সিজেন বিরল এবং সংঘর্ষ কম হয়, আবার নীল/বেগুনি একদম নিচের প্রান্তে দেখা যায়, যা অত্যন্ত উচ্চ-শক্তির কণা বর্ষণের ইঙ্গিত দেয়। লাল/ সবুজ এবং নীল/ বেগুনি নির্গমনের সংমিশ্রণ, প্রায়শই সবুজ ব্যান্ডের নিচের প্রান্তে দেখা যায়।

পৌরাণিক বিশ্বাস

অরোরা অঞ্চলে থাকা প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির জন্য, উত্তর গোলার্ধের আলো ছিল বিস্ময় এবং ভয়ের। আজকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয় বরং তাঁদের ছিল নিজস্ব পৌরাণিক ব্যাখ্যা।

■ **নর্স পুরাণ অনুযায়ী এটা ভাল্কিরিদের (Valkyries) ঢাল ও বর্মের প্রতিফলন:** এই ব্যাখ্যাটি ভাল্কিরিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, যাঁরা হলেন নারী আত্মা এবং তাঁদের কাজ হল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মৃত যোদ্ধাদের আত্মাকে বীরদের বাসস্থান ভালহাল্লায় (Valhalla) নিয়ে যাওয়া। অপর মতে, অরোরাকে বিফ্রস্ট ব্রিজ হিসেবে দেখা, যা পৃথিবী (মিডগার্ড) এবং দেবতাদের বাসস্থান আসগার্ডের (Asgard) মধ্যে একটি রঙিন সংযোগ স্থাপন করে।

■ **ফিনিশ পুরাণ:** ফিনিশ ভাষায় আলোর নাম, রেভন্টুলেট (revontulet), যার অর্থ 'শেয়ালের আগুন'। কিংবদন্তি বলে যে একটি জাদুকরী শিয়াল আর্কটিক পাহাড়ের ওপর দিয়ে দৌড়চ্ছে এবং তার লোমশ লেজ থেকে যে তুষার আকাশে ছিটকে যাচ্ছে, তা আগুনের রেখায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

■ **উত্তর আমেরিকার আদিবাসী জনগণ:** উত্তর আমেরিকার ফার্স্ট নেশনস সম্প্রদায় এই আলোগুলিকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আত্মা হিসেবে দেখতেন, যারা আকাশে খেলা করছে, অথবা এটি সদ্য মৃতদের পথ আলোকিত করার জন্য আত্মাদের হাতে ধরা মশাল।

সৌর চক্র এবং অরোরার পূর্বাভাস

অরোরা বোরিয়ালিসের ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতা সরাসরি সৌর চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা প্রায় ১১ বছরের একটি চক্র যার মধ্যে সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের বদল ঘটে বলে, সৌর কার্যকলাপে তারতম্য ঘটে। সূর্যের সর্বোচ্চ কার্যকলাপের সময়কালে, সৌর শিখা এবং সিএমইগুলির বেশি কার্যকরী হয়, ফলে শক্তিশালী ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়সহ দর্শনীয় ও বিস্তৃত অরোরা দেখা যায়। কেপি-ইনডেক্স (Kp-index) এর মতো সরঞ্জামগুলি ভূ-চৌম্বকীয় কার্যকলাপ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, যা অরোরার প্রদর্শনী হওয়ার সম্ভাবনাকে জানতে বা জানাতে সাহায্য করে।

তাই ভৌগোলিক ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বললে, অরোরা বোরিয়ালিস মানুষের চোখে দৃশ্যমান একটি উজ্জ্বল মহাজাগতিক কথোপকথন ছাড়া আর কিছু নয়।

১৪
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

16 December, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃতীয় টেস্টের দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের। অ্যাটকিনসনের জায়গায় এলেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির জশ টং

এমবাপে ফিরতেই ছন্দে রিয়াল

গোলদাতা এমবাপেকে নিয়ে দুই সতীর্থ ভিনিসিয়াস ও রডরিগোর উৎসব। লা লিগায় আলাভেসের বিরুদ্ধে।

মাদ্রিদ, ১৫ ডিসেম্বর : লা লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। আলাভেসকে ২-১ গোলে হারিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন জাবি আলোন্সো। এই ম্যাচটা জিততে না পারলে, রিয়াল কোচের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত! আলোন্সোর বাড়তি পাওনা, কিলিয়ান এমবাপের মাঠে ফেরা এবং গোল পাওয়া।

স্প্যানিশ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচটা সেল্টা ভিগোর কাছে হেরেছিল রিয়াল। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছেও হার! সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে শেষ ৮ ম্যাচে মাত্র ২টিতে জয়। এই পরিস্থিতিতে আলাভেসের মুখোমুখি হয়েছিলেন এমবাপেরা। জয়ের জন্য মরিয়া রিয়াল কোচ চলতি মরশুমে প্রথমবার এমবাপে, রডরিগো, জুড বেলিংহ্যাম ও ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে শুরু থেকেই মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম গোলের জন্য খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি রিয়ালকে। ২৪ মিনিটেই এমবাপে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। লিগে এটি তাঁর ১৭তম গোল। সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে এই মরশুমে ক্লাবের জার্সিতে ২২ ম্যাচে ২৬ গোল করে ফেললেন এমবাপে। বিরতির সময় ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল রিয়াল।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে আলাভেস। ৬৮ মিনিটে কার্লোস ভিসেন্তে গোল করে ১-১ করে দিয়েছিলেন। যদিও ৭৬ মিনিটে রডরিগোর করা গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলে রিয়াল।

ম্যান সিটির বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে চলতি মরশুমে প্রথম গোলের স্বাদ পেয়েছিলেন রডরিগো। এবার আলাভেসের বিরুদ্ধেও গোল করলেন ব্রাজিলীয় তারকা। ১৭ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালও শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার (১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট) ব্যবধান কিছুটা কমাল।

ম্যাচের পর আলোন্সো বলেছেন, খুব কঠিন একটা ম্যাচ জিতলাম। শুরুতে গোল পাওয়ার পর আমরা খেলার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরছি। এটা ভাল খবর। রিয়াল কোচের সংযোজন, একটা জয় গোটা পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে না। তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছি।

হাজারে ট্রফিতে খেলা বাধ্যতামূলক : বোর্ড

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর : শুধু রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলি নন, আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে জাতীয় দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকেই খেলতে হবে। স্পষ্ট বার্তা বিসিসিআইয়ের।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ শেষ হচ্ছে ১৯ ডিসেম্বর। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু হবে ১১ জানুয়ারি থেকে। রোহিত মুম্বইয়ের হয়ে এবং বিরাট ও ঋষভ পন্থ দিল্লির হয়ে পঞ্চাশ ওভারের এই ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলবেন, সেটা আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। এবার জাতীয় দলের বাকি তারকা—জসপ্রীত বুমরা, শুভমন গিল, কে এল রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়াদের জন্যও বিজয় হাজারে ট্রফি খেলা বাধ্যতামূলক করল বোর্ড। এই প্রসঙ্গে এক বিসিসিআই কর্তার বক্তব্য, নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে বিজয় হাজারেতে ছ'টি রাউন্ডের খেলা হয়ে যাবে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ছ'টি ম্যাচের মধ্যে যে কোনও দু'টি বেছে নিতে। তবে মুল্লানপুরে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের দিনই সব ক্রিকেটারকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, বিজয় হাজারেতে খেলতেই হবে। এটা বাধ্যতামূলক।

কাল শুরু অ্যাডিলেড টেস্ট

চাপ বাড়ছে রুটদের, মিরাকল চান বয়কট

অ্যাডিলেড, ১৫ ডিসেম্বর : কঠিন চাপ নিয়ে বুধবার অ্যাডিলেড ওভালে তৃতীয় টেস্টে খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। পারথ ও ব্রিসবেনে হারের পর তাদের সামনে এখন অ্যাসেজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। প্রাক্তন ওপেনার জিওফ বয়কট বরাবরের মতো স্টোকসদের আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, ছ'দিনের অ্যাসেজ ক্রিকেটের পর ইংল্যান্ডের এখন একটা মিরাকল দরকার।

চাপে রয়েছেন স্টোকস।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স অ্যাডিলেডে ফিরছেন। সঙ্গে নাথান লিয়ন আর উসমান খোয়াজা। তার মানে আরও শক্তিশালী হয়ে কাল দিন-রাতের টেস্টে নামবে অস্ট্রেলিয়া। এদিকে, ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক রেকর্ড বলছে তারা ২০১০-১১-র অ্যাসেজ জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ায় ১৭ টেস্টে জয়ের মুখ দেখেনি। এই আবহে বয়কট বলেছেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং ইংল্যান্ডকে ডুবিয়েছে। সেইসঙ্গে বোলাররা দেদার শর্ট, ওয়াইড, ফুল লেংথ বল করেছে। ক্যাচও পড়েছে অনেক।

বয়কট চারবার ইংল্যান্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছেন। দু'বার অ্যাসেজ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের কলমে কিছু লিখলে তার ওজন থাকবে। কিন্তু কোচ ম্যাকালাম দাবি করেছেন, অ্যাডিলেডে নাকি তাঁদের জেতার ভাল সুযোগ রয়েছে। আর সেটা হলেই সমালোচনার ছবিটা বদলে যাবে। অ্যালিস্টার কুক এক্ষেত্রে ভরসার লোক হিসাবে বেছে নিয়েছেন অধিনায়ক বেন স্টোকসকে। তিনি বলেছেন, বেন এভাবে হারার লোক নয়। ও সামনে থেকে সব দেখছে। ঘুরে দাঁড়ানোরও রাস্তা ঠিক বের করবে। প্রসঙ্গত, ব্রিসবেনে হারের পর স্টোকস দলের সমালোচনা করেছিলেন।

ইতিহাস অবশ্য ইংল্যান্ডের হয়ে কথা বলছে না। মাত্র একবার, ১৯৩৬-৩৭-এ তারা ০-২ থেকে ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। তবে প্রাক্তন ফাস্ট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া দলে কয়েকটা বড় নাম ফিরছে। কিন্তু তাতে আত্মতুষ্টি এলে হবে না। টিম পেইন আবার যোগ করেছেন, অস্ট্রেলিয়ার সব মাঠের মধ্যে অ্যাডিলেডই হল ইংল্যান্ডের অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেটের সঙ্গে সব থেকে মানানসই। সুতরাং এখানে একটা জমজমাট টেস্ট ম্যাচ হতে যাচ্ছে।

সিডনি-কাণ্ডে রক্তদানের আর্জি কামিন্সের

শৌচাগারে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা ভনের

সিডনি, ১৫ ডিসেম্বর : সিডনির বন্ডি বিচে দুই বন্দুকধারীর হামলায় মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। আর সেই হামলায় কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল ভন! বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্ট। সিরিজের অন্যতম ধারাভাষ্যকার ভন গিয়েছিলেন বন্ডি বিচে ছুটি কাটাতে। আর সেখানেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হল প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের।

বন্ডি বিচে সেই সময় ইহুদিদের হানুকা উৎসব চলছিল। ভিসে ঠাসা সমুদ্রসৈকতে হঠাৎ করেই হাজির হয় দুই বন্দকধারী। এরপর টানা ১০ মিনিট ধরে নির্বিচারে গুলি চালায় তারা। যেসময় ওই হত্যালীলা চলছে, তখন বিচের পাশেই একটি রেস্তোরাঁয় ছিলেন ভন। গুলির শব্দ শুনেই তিনি দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন রেস্তোরাঁর শৌচালয়ে।

সেখানেই অনেকটা সময় লুকিয়ে ছিলেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে। সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন ভন। তাঁর বক্তব্য, বাইরে পরপর গুলির শব্দে চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল আর রক্ষা নেই। তাই প্রাণে বাঁচার জন্য দৌড়ে গিয়ে রেস্তোরাঁর শৌচাগারে লুকিয়ে পড়ি। আমার সঙ্গে আরও অনেকেই ছিল। প্রত্যেকই প্রাণভয়ে কাঁপছিলাম।

এদিকে, সিডনি কাণ্ডে মর্মাহত অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের বোর্ড জানিয়েছে, বন্ডি বিচে যে ভয়ঙ্কর হত্যালীলা চলেছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। কঠিন সময়ে ইহুদি সম্প্রদায় ও অস্ট্রেলিয়ার জনগণের পাশে রয়েছি।

অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের বাড়ি সিডনি। তিনি এক্স হ্যান্ডলে আহতদের জন্য রক্তদানের অনুরোধ করেছেন। এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২৭ জন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে রক্তের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কামিন্স লিখেছেন, বন্ডিতে যা ঘটেছে, তাতে আমি আতঙ্কিত। সাধারণ মানুষ, ইহুদি সম্প্রদায় ও মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা। সবাই দয়া করে রক্তদান করুন। এখন রক্তের খুবই প্রয়োজন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

16 December, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

ফ্যান হয়ে মেসির সঙ্গে দেখা করেছি। আমি খুব খুশি ও তৃপ্ত।
বললেন সুনীল ছেত্রী

মনুর সোনা

নয়াদিল্লি : জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন মনু ভাকের। অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয় শুটার সোমবার সিনিয়র মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। ফাইনালে মনু ৩৬ পয়েন্ট স্কোর করে সোনার দখল নেন। ৩২ পয়েন্ট স্কোর করে রুপো জিতেছেন কর্নাটকের টি এস দিব্যা। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন অঞ্জলি চৌধুরি। এদিকে, জুনিয়র মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতেছেন সিমরনপ্রীত কৌর ব্রার। তিনি ৩৯ পয়েন্ট স্কোর করে প্রথম স্থানে শেষ করেছেন। এই ইভেন্টে রুপো ও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন যথাক্রমে ডি প্রণবী এবং পলক।

জিতল বাংলা

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ ওয়ান ডে ট্রফি এলিটের ম্যাচে হরিয়ানাকে ৬ উইকেটে হারাল বাংলা। সোমবার প্রথমে ব্যাট করে ৪৮.৫ ওভারে ১৬১ রানেই অলআউট হয় হরিয়ানা। বাংলার স্নিগ্ধা বাগ চার উইকেট দখল করেন। দু'টি করে উইকেট পান জাহ্নবী পাসোয়ান ও রিয়া মাহাতো। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৩৬.৩ ওভারে চার উইকেট খুইয়ে জয়ের রান তুলে ফেলে বাংলা। প্রতিভা মাণ্ডি ৪৪ বলে ৫০ রান করেন। ঈপ্সিতা মণ্ডল ৭৫ বলে ৪২ রান করেছেন।

সিএলটি টিটি

প্রতিবেদন : শুরু হল ইন্ডিয়ান অয়েল মন্তেসরি টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবির। সোমবার সিএলটি অডিটোরিয়ামে এই টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রূপা মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ৪ থেকে ৮ বছর বয়সি মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশ নিচ্ছে। এদের মধ্যে ১৬ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থী।

টি-২০ বিশ্বকাপের টিকিট ও জার্সি উপহার

আবার ভারতে আসব, বললেন মেসি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : হায়দরাবাদ, মুম্বইয়ের পর দিল্লির হৃদয়ও জয় করলেন লিওনেল মেসি। ভক্তদের ভালবাসায় মুগ্ধ মেসিও প্রতিশ্রুতি দিলেন ফের ভারতে আসার।

সোমবার ছিল মেসির ভারত সফর 'গোট ট্যুরের' শেষ দিন। ঘন কুয়াশার কারণে এদিন দিল্লি বিমানবন্দরে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা দেরিতে অবতরণ করেছিল মেসির বিমান। ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দের মোদির সঙ্গে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের সাক্ষাৎও বাতিল হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ফিরোজ শাহ কোটলায় পা রাখেন মেসি। সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি'পল। স্টেডিয়ামে পৌঁছে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা দু'দলের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন মেসি।

এরপর গোটা স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করে গ্যালারিতে একের পর এক বল শট মেরে পাঠান। খুদে একদল ফুটবলারের সঙ্গে কিছুটা সময় বল নিয়ে খেলেনও মেসি-সুয়ারেজ-ডি'পল। এদিনের অনুষ্ঠানের সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় হল, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে মেসিকে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের টিকিট এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি উপহার দেওয়া। ১০ নম্বর জার্সির পিছনে ছিল মেসির নাম লেখা। সুয়ারেজ এবং ডি'পলের হাতেও যথাক্রমে ৯ এবং ৭ নম্বর লেখা ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি তুলে দেওয়া হয়। আসন্ন বিশ্বকাপে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচ দেখার জন্য মেসিকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। এছাড়া মেসিকে একটি ক্রিকেট ব্যাটও উপহার দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। মেসির সঙ্গে পরিচিত হন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া এবং ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের প্রাক্তন গোলকিপার অদিতি চৌহান।

মিনিট আটেকের এই অনুষ্ঠানের পর, মেসি স্প্যানিশে ছোট্ট করে বক্তব্যও রাখেন। যার ইংরেজি তর্জমা, চারদিনের ভারত সফরে এত ভালবাসা পেয়েছি যে, আমি অভিভূত। এই অসাধারণ সুন্দর অভিজ্ঞতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এই ভালবাসা হৃদয়ে নিয়েই দেশে ফিরছি। অবশ্যই আমার ফিরে আসব। আশা করি, ভারতে কোনও একদিন ম্যাচও খেলব। নাহলে এমনই কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। কিন্তু আবার ভারতে আসবই। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। বক্তব্য শেষ করে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্টেডিয়াম ছাড়েন মেসি।

এদিকে, দিল্লি থেকেই দেশে ফেরা হচ্ছে না মেসির। এরপর তিনি যাবেন গুজরাতের জামনগরে, মুকেশ আম্বানির নিজস্ব চিড়িয়াখানা 'বনতারা'-তে। এই বিশেষ প্রকল্প দেখেই দেশে ফিরবেন মেসি। ১৪ বছর আগে ভারতে এসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর্জেন্টিনার হয়ে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিলেন মেসি। অথচ এবারের ভারত সফরে কোনও ম্যাচ খেললেন না। এর কারণ মেসির বাঁ পায়ে বিমা করানো রয়েছে। এই বিমার মূল্য প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৭,৪৮৯ কোটি! ওই বিমার চুক্তি অনুযায়ী, ক্লাব বা দেশের হয়ে ছাড়া অন্য কোনও ম্যাচে চোট পেলে, তার চিকিৎসার খরচ বিমা সংস্থা দেবে না। সামনেই বিশ্বকাপ। তাই মেসি ভারত সফরে ফুটবল খেলার জন্য মাঠে নামতে রাজি হননি।

> **চার দিনের ভারত সফরে এত ভালবাসা পেয়েছি যে, আমি অভিভূত। এই অসাধারণ সুন্দর অভিজ্ঞতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এই ভালবাসা হৃদয়ে নিয়েই দেশে ফিরছি। অবশ্যই আমার ফিরে আসব। আশা করি, ভারতে কোনও একদিন ম্যাচও খেলব।**

বিশ্বকাপের টিকিট হাতে মেসি। পাশে সুয়ারেজ।

পাসিং ফুটবলেই জোর লোবেরার

প্রতিবেদন : যুবভারতীতে নিওনেল মেসির অনুষ্ঠান নিয়ে আয়োজক সংস্থার চরম ব্যর্থতার জেরে গত দু'দিন যুবভারতীতে অনুশীলন করতে পারেনি মোহনবাগান। সোমবার অবশ্য কোচ সের্জিও লোবেরা স্টেডিয়াম সংলগ্ন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ফুটবলারদের নিয়ে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করলেন।

অসুস্থতার জন্য বাগানের শেষ অনুশীলনের দিনে মাঠে এসেও ফিরে গিয়েছিলেন আপুইয়া। তারকা মিডফিল্ডার এদিন মাঠে ফিরেছেন। যোগ দিয়েছেন সাহাল ও লিস্টন কোলাসোও। তবে সতীর্থদের সঙ্গে গা ঘামানোর পর, বাকি সময়টা সাইডলাইনেই কাটালেন আপুইয়া। হাল্কা চোট রয়েছে আরেক মিডফিল্ডার গ্লেন মার্টিন্সেরও। তাই তিনি সাজঘরে রিহ্যাব করে সাইডলাইনে বসেই সতীর্থদের অনুশীলন দেখলেন।

আইএসএল কবে শুরু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও দল গুছিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন লোবেরা। এদিনের অনুশীলনে পাসিং ফুটবলে জোর দিলেন মোহনবাগানের নয়া স্প্যানিশ কোচ। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস খেলে দ্রুত গতিতে আক্রমণ শানানো। আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণ মাঝমাঠেই থামিয়ে দেওয়া। এই সবকিছুই এদিন লোবেরার অনুশীলনে চোখে পড়েছে। একই সঙ্গে জোর দিলেন ফিটনেসের উপরেও। হাতে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে। তাই দ্রুত নিজের প্রথম এগারো ঠিক করে ফেলতে চান বাগানের স্প্যানিশ কোচ। এদিনের অনুশীলনে গোলকিপারদেরও পাসিং ফুটবলের প্র্যাকটিস এবং ড্রিল করালেন তিনি। আক্রমণের শুরুটা যাতে গোলকিপারদের পা থেকেই শুরু হয়, সেটাই রপ্ত করাতে চাইছেন লোবেরা।

পিছিয়ে পড়েও জয়ী সুন্দরবন

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগে সোমবার ছিল দু'টি ম্যাচ। সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি ২-১ গোলে হারিয়েছে বর্ধমান ব্লাস্টার্সকে। আর নর্থ ২৪ পরগনা ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। এদিন প্রথম ম্যাচ শুরু থেকেই জমে উঠেছিল। যদিও বিরতির আগে কোনও দলই গোলের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় দু'দল। ৫৬ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় বর্ধমান। গোলদাতা দেবাশিস। ৭২ মিনিটে রিচমন্ডের গোলে ১-১। ৭৭ মিনিটে আকিব নবাবের গোলে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় সুন্দরবন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন আকিব। নৈহাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দ্বিতীয় ম্যাচে একতরফা খেলে জিতেছে নর্থ ২৪ পরগনা। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। ১৬ মিনিটে প্রথম গোল তন্ময়ের। ২৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মৃন্ময়। বিরতির পর নর্থ ২৪ পরগানার হয়ে আরও দু'টি গোল করেন জোমুয়ানসাঙ্গা ও কুন্তল।

মেসিকে এনে কী পেলাম, প্রশ্ন বিন্দ্রার

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : ভারতে গত কয়েকদিনে লিওনেল মেসিকে নিয়ে যা হয়েছে তা একদমই সমর্থন করতে পারছেন না অভিনব বিন্দ্রা। তিনি বলেছেন, সামান্য কিছু মুহূর্ত, কয়েকটি ছবি ও মেসির কাছে যাওয়ার জন্য যা হল তাতে তিনি দুঃখিত। এক্স হ্যান্ডলে বিন্দ্রা লিখেছেন, এই টাকা গ্রাসরুট লেভেল থেকে ভারতীয় স্পোর্টসের উন্নতিতে ব্যবহার করা যেত।

অলিম্পিক শুটিংয়ে সোনা জয়ী বিন্দ্রা লিখেছেন, মেসি অসাধারণ খেলোয়াড়। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তার উঠে আসার কাহিনি প্রেরণাদায়ক। একজন খেলোয়াড় হিসাবে ওর জন্য আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু মেসির সফর যেভাবে শুরু হয়েছে তা পীড়াদায়ক। আমার খালি মনে হয়েছে ওর এই সফর থেকে আমরা কী পেলাম। গ্লোবাল ব্র্যান্ডিংয়ের বাণিজ্যিকীকরণের ব্যাপারটা বুঝি। তাই মেসিকে দোষ দিচ্ছি না। ওর কাছে সুযোগ এসেছিল। ও সেটা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সামান্য কটা মুহূর্তের জন্য বিশাল অর্থ খরচ হয়ে গেল। এমনিতে লোকের টাকা কীভাবে খরচ হবে সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু মনে হচ্ছে এই উৎসাহ, এই টাকার কিছুটা অন্তত দেশের স্পোর্টস ফাউন্ডেশনগুলিতে যেতে পারত। তাহলে একটা মাঠ হত যেখানে বাচ্চারা খোলামনে দৌড়তে পারত। কোচেরা তরুণ প্রতিভাদের সঠিক গাইডলাইন দিতে পারতেন।

ভারত সফরে এসে মেসি শুরু করেছিলেন কলকাতা দিয়ে। সেখানে তুমুল গন্ডগোলের মধ্যে তিনি ১৭ মিনিট মাঠে থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর মেসির অনুষ্ঠান ছিল হায়দরাবাদ, মুম্বই ও দিল্লিতে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই মাঠ উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল।

১৬
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

16 December, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাল আইপিএল নিলাম। দশ দলের নজর থাকবে ৩৫০ জন ক্রিকেটার দিকে

কাল লখনউয়ে চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ

রানে নেই মানে ফর্মে নেই এমন নয় : সূর্য

ধর্মশালা, ১৫ ডিসেম্বর : তিনি বলছেন এটা স্রেফ আউট অফ রানস, আউট অফ ফর্ম নয়। আর তিনি খুব তাড়াতাড়ি রানেও ফিরবেন। যেহেতু নেটে খুব ভাল ব্যাট করছেন।

বুঝতে অসুবিধা নেই ইনি সূর্যকুমার যাদব। ভারত অধিনায়ক। যিনি ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে ৭৫ রান করেছিলেন। তার আগে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৪৭। কিন্তু তারপর থেকে সূর্যর ব্যাটে আর রান নেই। গত কয়েকটি ম্যাচে তাঁর ব্যাটিং গড় নেমে এসেছে ১৪.২০-তে। বিশ্বকাপের আর ৭ ম্যাচ বাকি। এই সিরিজের বাকি আর দুই ম্যাচে। সূর্যকে নিয়ে উদ্বেগ তাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সূর্য বলছেন, আমি তো নেটে ভালই ব্যাট করছি। রান যখন আসার ঠিক আসবে। আমি রানে নেই, কিন্তু তাই বলে আউট অফ ফর্ম মোটেই নই। ধর্মশালায় খেলার পর সূর্য আরও বলেন, এই খেলাটা এমন যে অনেক কিছু শেখায়। এই যেমন নিউ চণ্ডীগড়ে হারের পর এখানে এবার দারুণভাবে ফিরে এলাম। ওখানে হারের পর আমরা বেসিক জিনিসে ফিরে গিয়েছিলাম। কটকে কী করে জিতেছি সেটা ভেবেছিলাম। বোলাররা সবাই একসঙ্গে বসে আলোচনা করেছিল কোথায় ভুল হয়েছে। তাতে ফল মিলেছে। আমরা এখানে সিরিজে এগিয়ে গেলাম।

ম্যাচের সেরা অর্শদীপ বলেছেন, তিনি এখানে বেসিক ঠিক রেখে বল করতে চেয়েছিলেন। তাতে ফল পেয়েছেন। নিউ চণ্ডীগড়ে একটা খারাপ দিন গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করাম হারের পর সব কৃতিত্ব দিয়েছেন ভারতীয় দলকে। তিনি প্রশংসা করেন অভিষেক শর্মারও।

নভেম্বরের সেরা হলেন শেফালি

জানাল আইসিসি

■ **নয়াদিল্লি :** বিশ্বকাপ ফাইনালে ৮৭ রানের দুরন্ত ইনিংসের পাশাপাশি বল হাতে দু'উইকেট নিয়েছিলেন। ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন শেফালি ভার্মা। আইসিসি-র বিচারে নভেম্বর মাসের সেরা মহিলা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার। মাসের সেরা হয়ে শেফালি বলেছেন, ঘরের মাঠে প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের অনুভূতি অসাধারণ। আমরা সবাই মিলে ইতিহাস তৈরি করতে পেরেছি। এবারর আইসিসি-র বিচারে মাসের সেরা হয়ে গর্বিত। এই পুরস্কার আমি সতীর্থ, কোচ এবং পরিবারকে উৎসর্গ করছি। ওঁরা সবাই আমার পাশে ছিলেন বলেই, এই সম্মান পেলাম। আমরা মাঠে নামি দল হিসাবে। জিতি বা হারিও দল হিসাবে।

৬৪ কোটি টাকা নিয়ে আজ নিলামে নাইটরা

নজর গ্রিন, লিভিংস্টোন, ভেঙ্কটেশে

আবু ধাবি, ১৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার আবি ধাবিতে বসবে ২০২৬ আইপিএলের মিনি নিলাম। যা শুরু হবে ভারতীয় সময় দুপুর ২.৩০টা থেকে। গতবারের মেগা নিলামে সবক'টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মোটামুটিভাবে দল গুছিয়ে নিয়েছিল। দলগঠনে তুলির শেষ টান দিতে এবারের মিনি নিলামে নামছে তারা।

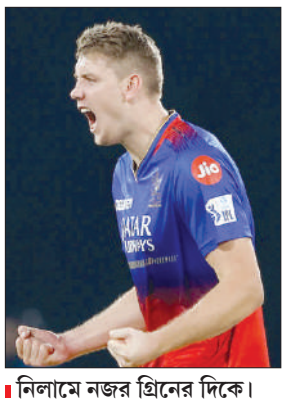

নিলামে নজর গ্রিনের দিকে।

এবারের নিলামে উঠছেন মোট ৩৫০ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে ভারতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা ১৬ জন। বিদেশের বিভিন্ন জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা ৯৬ জন। এছাড়া ২২৪ জন ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটার এবং ১৪ জন বিদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটারও উঠছেন নিলামে। তবে এঁদের মধ্যে থেকে শুধু ৭৭ জনেরই ভাগ্যে আইপিএলে দল পাওয়ার শিকে ছিঁড়বে।

এই ৭৭ জনের মধ্যে সবথেকে বেশি ১৩ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর মধ্যে ৬ জন বিদেশি। এছাড়া ১০ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে ২ জনের বেশি বিদেশি ক্রিকেটার নিতে পারবে না তারা। চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালস নিতে পারবে ৯ জন করে। সবাধিক ৮ জন করে ক্রিকেটার নিতে পারবে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লখনউ সুপার জায়ান্টস সর্বোচ্চ ৬ জনকে নিতে পারবে। ৫ জন করে নিতে পারবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও গুজরাট টাইটান্স। সবথেকে কম ৪ জনকে নিতে পারবে পাঞ্জাব কিংস। কেকেআরের বড় সুবিধা, ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সবথেকে বেশি অর্থ রয়েছে তাদের হাতে। মিনি নিলামে ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে নামবে নাইটরা। দুইয়ে রয়েছে চেন্নাই। নিলামে ৪৩ কোটি ৪০ কোটি টাকা নিয়ে নামবে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। বাকিরা অনেকটাই পিছিয়ে।

এবারের নিলামে মোট আটটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে ক্রিকেটারদের। সবথেকে উপরে থাকা ৪০ জন ক্রিকেটারের বেস প্রাইস দু'কোটি টাকা। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের বেস প্রাইস দেড় কোটি। এভাবেই বিভিন্ন ক্যাটাগরির দর স্থির করা হয়েছে। সবথেকে কম বেস প্রাইস ৩০ লক্ষ।

মোট পাঁচটি সেটে নিলামে ক্রিকেটারদের তোলা হবে। প্রথম সেটে রয়েছেন ব্যাটাররা। দ্বিতীয় সেটে অলরাউন্ডাররা। তৃতীয় সেটে রাখা হয়েছে উইকেটকিপারদের। চতুর্থ সেটে রয়েছেন জোরে বোলাররা। পঞ্চম সেটে স্পিনাররা। নিলামে যে বিদেশিদের নিয়ে টানাটানি হতে পারে, তাঁরা হলেন— ডেভন কনওয়ে, ক্যামেরন গ্রিন, জেক ফ্রেজার ম্যাকগুর্ক, রাচিন রবীন্দ্র, কুইন্টন ডি'কক, মাথিশা পাথিরানা, লিয়াম লিভিংস্টোন। ভারতীয়দের মধ্যে নজর থাকবে, অর্শদীপ সিং, বেঙ্কটেশ আয়ার, পৃথ্বী শ, সরফরাজ খান, রবি বিষ্ণোই, আকাশ দীপদের দিকে।

অক্ষর নেই, দলে এলেন শাহবাজ

ধর্মশালা, ১৫ ডিসেম্বর : বুধবার চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ। কিন্তু লখনউ ম্যাচের আগে চোট ও অসুস্থতা নিয়ে মুশকিলে পড়েছে ভারত। জসপ্রীত বুমরা এমনিতেই অনিশ্চিত। এরপর সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন অক্ষর প্যাটেলও। যিনি অসুস্থতার জন্য ধর্মশালায় খেলতে পারেননি।

কটক ও নিউ চণ্ডীগড়ে খেলেছিলেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার। কিন্তু তাঁকে বাইরে রেখে ধর্মশালায় খেলছে ভারত। বোর্ডের পক্ষ থেকে তখন জানানো হয়েছিল যে তিনি অসুস্থ। অক্ষরের জায়গায় খেলেছিলেন কুলদীপ যাদব। তিনি দুটি উইকেট নিয়েছিলেন।

কিন্তু সোমবার জানা গিয়েছে অক্ষর এই সিরিজেই আর খেলতে পারবেন না। অক্ষরের জায়গায় নেওয়া হয়েছে বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে। তিনি দু'বছর বাদে আবার ভারতীয় দলে ফিরলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলার পুরস্কার পেয়েছেন এই বঙ্গ ক্রিকেটার।

অক্ষর এই সিরিজে যে দুটি ম্যাচ খেলেছেন তাতে তিনি ব্যাট হাতে ২৩ ও ২১ রান করেছেন। বল হাতে ৭ রানে ২টি ও ২৭ রানে ১টি উইকেট নিয়েছিলেন। নিউ চণ্ডীগড়ে ভারত ৫১ রানে হেরেছিল। অক্ষরকে তিনে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। যা নিয়ে পরে প্রশ্ন উঠেছিল।

ধর্মশালায় খেলেননি জসপ্রীত বুমরাও। তিনি ব্যক্তিগত কারণে বাড়ি গিয়েছিলেন। বুমরা কি লখনউয়ে ফিরে আসবেন? বোর্ড পরে জানাবে বললেও এই লেখার সময় পর্যন্ত সেটা জানা যায়নি। তবে অক্ষরের জায়গায় আগের ম্যাচে কুলদীপ খেলেছিলেন। এবার ওয়াশিংটন সুন্দরও খেলার সুযোগ পেতে পারেন।

পিক আপ শট যাক হিমঘরে, সূর্যকে সানি

ধর্মশালা, ১৫ ডিসেম্বর : কঠিন সময়ে সুনীল গাভাসকরের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেলেন সূর্যকুমার যাদব। কিংবদন্তি ওপেনার সাফ জানাচ্ছেন, পছন্দের পিক আপ শট আপাতত হিমঘরে তুলে রাখুক সূর্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ ভারত হেলায় জিতলেও, এই ম্যাচেও ব্যর্থ সূর্য। সামনেই বিশ্বকাপ। তার আগে অধিনায়কের রান-খরা নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্ট। রবিবার ফাইন লেগের উপর দিয়ে নিজের পছন্দের পিক আপ শট মারতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ধরা পড়েন সূর্য। তাঁর শট বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলে গাভাসকর বলছেন, এই শট খেলে সূর্য অতীতে প্রচুর রান তুলেছে। টি-২০ ফরম্যাটে এই শট খুবই কার্যকর। কিন্তু এই মুহূর্তে ও ফর্মে নেই। তাই ব্যাটের সঠিক জায়গায় বল লাগছে না। বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ উঠে যাচ্ছে।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও বলেছেন, অফ ফর্মে থাকাকালীন ব্যাটারদের কাছে শট নির্বাচন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যরও উচিত, আপাতত এই শটকে হিমঘরে তুলে রাখা। যতক্ষণ না ফর্মে ফিরছে। অন্তত একটা-দুটো বড় ইনিংস খেলছে। ততক্ষণ পর্যন্ত পিক আপ শট সূর্য এড়িয়ে চলুক। কারণ এই শট খেলে ও বারবার আউট হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপ। ওখানে সূর্যর সেরা ফর্মে থাকাটা খুব জরুরি। দলও সেটাই চাইবে।

সূর্যর মতো ফর্মে নেই শুভমন গিলও। টি-২০ সিরিজের তিন ম্যাচেই বড় রান করতে ব্যর্থ গিল। সতীর্থ অভিষেক শর্মা যদিও সূর্য ও গিলের উপর আস্থা রাখছেন। অভিষেকের বক্তব্য, গোটা দল সূর্য ভাই ও শুভমনের উপর ভরসা রাখছে। জানি খুব দ্রুত ওদের ব্যাট থেকে বড় রান দেখতে পাব। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ওরাই আমাদের বিশ্বকাপ জেতাবে।